পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 330 Wednesday, 4 November, 2026 * ৩১ বর্ষ, ৩৩০ সংখ্যা * ১৭ কার্ত্তিক ১৪৩৩, বুধবার, ৪ নভেম্বর ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা

মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ ২০২৭ সালের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত। পিছিয়ে যাচ্ছে ২০২৭ সালের মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হচ্ছে জনগণনার কাজ। আর সে কারণে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরীক্ষার সূচি। স্কুল শিক্ষকরা জনগণনার কাজের সঙ্গে যুক্ত। পরীক্ষার সময়ে শিক্ষকদের পাওয়া নিয়ে সমস্যা হতে পারে। পরীক্ষার সূচি বদলের জন্য একাধিক প্রস্তাব পড়েছিল। তাতেই মান্যতা দিল পর্ষদ। পর্ষদ সূত্রে খবর, ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে দেশজুড়ে শুরু হতে চলেছে জনগণনার প্রথম পর্যায়ের বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহের কাজ, যা চলবে ১



মার্চ পর্যন্ত। এই বৃহ প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক স্কুলশিক্ষক যুক্ত থাকবেন। ফলে ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষা নেওয়া হলে কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও পরিদর্শক পাওয়ার ক্ষেত্রে তীব্র প্রশাসনিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই জটিলতা এড়াতেই পর্ষদ সভাপতি ড. রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় ২ নভেম্বর স্কুলশিক্ষা দফতরের কমিশনারকে চিঠি দিয়ে নতুন সূচির অনুমোদনের আবেদন জানিয়েছেন। সূচি বদলের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় প্রবেশিকা ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং উচ্চমাধ্যমিকের সেমিস্টার পরীক্ষার দিনক্ষণের সঙ্গে যাতে কোনও সংঘাত না ঘটে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। তবে এটি পর্ষদের একটি প্রস্তাবিত সূচি রাজ্য স্কুলশিক্ষা দফতরের চূড়ান্ত অনুমোদনের পরেই এটি কার্যকর হবে।

কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ বিচারকদের একাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ সামনেই পুরোভোট। এদিকে এখনও বহু নাগরিকের নাম ঝুলে রয়েছে ট্রাইব্যুনালে। সেই প্রক্রিয়া চলছে। তবে পুরভোটের আগে এবার দ্বন্দ্বে নির্বাচন কমিশন ও অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের। পোর্টালে লগইন নিয়ে কমিশনের সঙ্গে বিরোধ বিচারকদের। যে সকল বিচারকরা ট্রাইব্যুনালে রয়েছেন, তাঁদের পোর্টালে লগইন করার জন্য এবার আইডেন্টিটি কার্ড জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল কমিশন। এর আগে আধার অথেনটিকেশন করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। সেই কারণে বহু বিচারপতি সেগুলি



দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তারপর তাঁরা নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে লগ ইন করতে অস্বীকার করেন। এর এক মাসেরও বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর এবার কমিশন তাঁদের প্যান এবং সরকার-প্রদান করা পরিচয়পত্র ব্যবহার করে ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট তৈরি করতে বলেছে। কমিশনের এই নতুন দাবিতে তিব্র অসন্তুষ্ট ট্রাইব্যুনাল বিচারকদের একাংশ। তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁদের বেছে নিয়েছে খোদ হাইকোর্ট। কমিশন সবটা জানার পর এখন তাদের পরিচয় পত্র চাইছে কীভাবে? ফলে ফের সংঘাতে কমিশন ও ট্রাইব্যুনাল। আপাতত পরিচয়পত্র দিয়ে পোর্টালে আপলোড নয় বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন কয়েকজন বিচারপতি। ফলে ফের কাজ পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

‘নরেন্দ্র মোদি থাকাকালীন কোনও ভোটে আর জিততে পারবে না’

বিরোধীদের একযোগে নিশানা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ৩ নভেম্বরঃ দার্জিলিঙে ‘গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হঠাও’ কর্মসূচি থেকে একযোগে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সহ সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে নিশানা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সমস্ত বিরোধী দলকে একসূত্রে বেঁধে বংশবাদী রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করে তিনি ‘ফোর-জি’, ‘টু-জি’ এবং ‘থ্রি-জি’-র অভিনব রাজনৈতিক অর্থ ব্যাখ্যা করেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশপ্রেম ও একক নেতৃত্বকে তুলে ধরে বিরোধীদের তুলোধনা করেন তিনি। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ভ্রষ্টাচারী’ কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি সব ফোর-জি, থ্রি-জি এবং টু-জি পার্টি। কিন্তু আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদির কোনও ‘জি’ নেই।’’ এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘ফোর-জি মানে হল চাচা নেহেরু, তাঁর বেটি ইন্দিরা, বেটা রাজীব এবং তাঁর বেটা রাহুল। থ্রি-জি হল দাদু শেখ আবদুল্লাহ, বেটা ফারুক আবদুল্লাহ এবং নাতি ওমর আবদুল্লাহ। আর টু-জির তো ছড়াছড়ি - যেমন পিসি এবং ভাইপো, কিংবা মুফতি মহম্মদ সৈয়দ ও তাঁর বেটি মেহবুবা মুফতি।’’ এর



বিপরীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত কিচ্ছু নেই। তাঁর আগে দেশ, পিছনেও দেশ। মোদিজি না থাকলে সুপ্রিম কোর্টের রায় কার্যকর হত না এবং রামলালার জন্মস্থান অযোধ্যায় তাঁর মন্দির, প্রাণপ্রতিষ্ঠাও সম্ভব হত না।’’ বিরোধী শিবিরকে তীব্র আক্রমণ এবং রামলালা ময়দানের জমায়েতকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, পরাজিত সমস্ত শক্তি আজ দিল্লিতে গিয়ে জমায়েত হয়েছে। এরা দেশে বাংলাদেশের মতো জামাতি, মৌলবাদী, দিমাগী নকশাল, মাওবাদী ও জঙ্গি পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় এবং ‘ভারত কি বরবাদি’ বা ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি’ স্লোগান দেওয়া টুকরো টুকরো গ্যাংয়ের দোসর হয়েছে। মমতা-অভিষেকের নাম না করে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘যাদের নাম নিশানা মুছে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, সেই পিসি-ভাইপো এখন দিল্লিতে গিয়ে রাজ্যে ও দেশে অস্থিরতা তৈরি করতে চাইছে। দিমাগী নকশাল, জেহাদি, জঙ্গি, আরশোলা, ছারপোকা, মেলেরিয়া-ডেঙ্গু বহনকারী মশার মতো এদের ঠান্ডা করতে হবে।’’ শেষে বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ক্ষমতায় থাকতে গেলে ভোটে লড়তে হয়, আর ক্ষমতায় আসতে গেলে ভোটে জিততে হয়। যতদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এই বিরোধী দলগুলির কেউ কোনও দিন কোনও নির্বাচনে জিততে পারবে না।’’

বাংলা লুট করা ‘রাজনৈতিক গুন্ডা’রা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে! কটাক্ষ স্মৃতির



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ বাংলায় এসে প্রথমে ভাঙা বাংলায় এবং পরে হিন্দিতে ‘ইন্ডিয়া’র সমাবেশ নিয়ে আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে বড় কর্মসূচি করেছিল বিরোধী জোট। তার পাল্টা ‘গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও’ কর্মসূচি করছে বিজেপি। তারই সাংবাদিক বৈঠকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্মৃতি বলেন, কংগ্রেস এবং তাদের সহযোগীরা আসলে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর পরিকাঠামোগত আক্রমণ চালাচ্ছে। ১৯৫২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত দেশে মোট ১২ বার এসআইআর হয়েছে বলে মনে করিয়ে দিয়ে স্মৃতি বলেন, এর মধ্যে ১০ বারই কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরকার ছিল। অথচ আজ রাজনৈতিক স্বার্থে তারা এর বিরোধিতা করছে। তাঁর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৩ কোটি ভোটারের নাম বাদ পড়া বা সংশোধনের বিষয়টি নিয়ে বিরোধীরা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। তিনি জানান, খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী মৃত ভোটার প্রায় ৩ কোটি, ১ কোটি ডুপ্লিকেট বা নকল নাম, ৩ কোটি অনুপস্থিত (অ্যাবসেন্ট) এবং প্রায় ৬ কোটি মানুষের ঠিকানা স্থানান্তরিত (শিফটেড) হয়েছে। অথচ বুথ স্তরে বিএলও-দের সঙ্গে বিরোধী দলগুলির প্রায় ২০ লক্ষ বুথ লেভেল এজেন্ট উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কেন মৃত ও ডুপ্লিকেট ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বিরোধিতায় তারা সরব হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে বিজেপি নেত্রী বলেন, দিল্লি সমাবেশে ব্যর্থ ইউপিএ জোটের বৈঠকে এক তৃণমূল নেত্রীর মুখ থেকে অসাবধানতাবশত সত্য বেরিয়ে এসেছে যে, তাঁরা বাংলা লুট করার পর এবার দিল্লিও লুট করতে চান। বাংলার রাজনৈতিক হিংসার প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, যে দল অতীতে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রকে পদদলিত করেছে, বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে, মহিলায় কর্মীদের ওপর অত্যাচার করেছে- আজ সেই রাজনৈতিক গুন্ডারাই রামলীলা ময়দানে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। কংগ্রেস নেতাদের নিশানা করে স্মৃতি বলেন, এর আগে সুপ্রিম কোর্ট এবং বিচারব্যবস্থাকে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর পর এবার সরাসরি দেশের গণতন্ত্রের চালিকাশক্তি নির্বাচন কমিশনের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। ইভিএম থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট এবং দেশের সংসদ- একের পর এক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ওপর অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। স্মৃতি আরও কটাক্ষ করে বলেন, যে ‘প্রিন্স ইন ওয়েটিং’ বা যুবরাজ ঘোষণা করেছিলেন যে মোদির সঙ্গে নয়, তাঁর লড়াই ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে, তিনিই আজ ৯০ কোটি

● এরপর ৬ পাতায়...

‘কলকাতা সাক্ষী থাকল এক ঐতিহাসিক শক্তিপ্রদর্শনের’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ শক্তিপ্রদর্শন নাকি স্রেফ বিক্ষোভ প্রদর্শন? কারণ, বিজেপি শুরু করেছে ‘গণতন্ত্র বাঁচাও যাত্রা’। গত রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বে বিজেপির একাংশ বিরোধীরা একত্রিত হয়েছিলেন। পাল্টা আবার কলকাতায় গতকাল ‘গণতন্ত্র বাঁচাও যাত্রা’ বের করে বিজেপি। এবার সেই র‍্যালি নিয়েই মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বিরোধীদের আক্রমণ করে লিখেছেন, আজ কলকাতা সাক্ষী থাকল এক ঐতিহাসিক শক্তিপ্রদর্শনের। মানুষের ঢল, বিপুল



জনসমাগম এবং উপচে পড়া ভিড়ের মধ্য দিয়ে এক স্পষ্ট বার্তা দিল বিজেপি। অগ্নিমিত্রা লিখেছেন, ‘কলকাতায় বিজেপির বিশাল সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা। এই সমাবেশে মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি নজর কেড়েছে।’’ রাজ্যের মন্ত্রী আরও বলেছেন, ‘‘বঙ্গের মানুষ তাঁদের মতামত স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁদের বার্তা, বাংলায় কোনও অরাজকতার জায়গা নেই। রাজ্যের মানুষ শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং এমন এক সরকার চান, যারা নাগরিকদের স্বার্থকে সবার আগে গুরুত্ব দেবে। তোষণের রাজনীতি, দুর্নীতি এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতির রাজনীতির অবসান ঘটাতে তাঁরা বদ্ধপরিকর।’’ তিনি এও বলেছেন, ‘‘ভোটার তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়ার বিষয়টি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সিপিএমকে গভীর অস্বস্তিতে ফেলেছে। তাঁদের সেই অস্বস্তি স্পষ্ট।’’ তবে বিরোধীদের ‘রাজনৈতিক নাটকে বাংলার মানুষ বিভ্রান্ত হবেন না’ বলেও দাবি করেছেন অগ্নিমিত্রা। সব শেষে অগ্নিমিত্রা বলেন, ‘‘বাংলায় অরাজকতা বরদাস্ত করা হবে না। তোষণের রাজনীতির কাছে মাথা নত করবে না বাংলা। মানুষের রায়ই শেষ কথা বলবে-এই বার্তাই দেওয়া হয়েছে বিজেপির এই সমাবেশ থেকে।’’

কালীপুজোর মুখে চা শ্রমিকদের অতিরিক্ত রেশন ও অর্থ সাহায্য!

বন্ধ বাগানগুলি খুলতে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংকে দায়িত্ব সঁপলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ নভেম্বরঃ কালীপুজোর মুখে বাগান শ্রমিকদের জন্য রেশনের চালের পরিমাণ ৩৫ কেজি থেকে বাড়িয়ে ৫০ কেজি করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের জন্য আর্থিক ও ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির প্রশাসনিক ভবন ‘উত্তরকন্যায়’ প্রশাসনিক বৈঠকে এ কথা জানান তিনি। সেই সঙ্গে প্রত্যেককে এককালীন ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সাধারণ রেশন



গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও প্রতি মাসে চালের পরিমাণ বাড়িয়ে ৫০ কেজি করার বিষয়ে রাজ্য সরকার চিন্তাভাবনা করছে। এ সংক্রান্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ পেলেই রাজ্যের রেশন গ্রাহকেরা অতিরিক্ত এই সুবিধা পেতে শুরু করবেন। অন্য দিকে, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবারের এই উত্তরকন্যা বৈঠকে অন্যান্য আঞ্চলিক দাবিদাওয়াও উঠে আসে। সূত্রের খবর, নিজেদের ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার দীর্ঘদিনের দাবি নিয়ে এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কামতাপুরী ভাষা সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তবে সরকারি স্তরে তাঁদের এই দাবি নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত বা নিশ্চয়তা মিলল কি না, তা জানা যায়নি। এ দিন উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সমস্যা- বন্ধ চা বাগানগুলি চালু করার বিষয়ে আরও এক বার কড়া পদক্ষেপের বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশে থাকা শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংকে দায়িত্ব মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রসিকতার সুরেই বলেন, ‘‘আপনাকেই বন্ধ থাকা সমস্ত চা বাগান খুলতে হবে, সব কাজ তো আর মুখ্যমন্ত্রীর একা করলে চলবে না!’’ এর পরই উত্তরবঙ্গের বন্ধ বাগানগুলির শ্রমজীবী মানুষের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আপনারা নিজেদের জব কার্ড প্রস্তুত রাখুন, দ্রুত কাজ শুরু হতে চলেছে। ‘প্রধানমন্ত্রী

● এরপর ৬ পাতায়...

‘মিথ্যাঘোষণা বলে গণ্য হবে না’!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বরঃ ভোটার তালিকায় নতুন নাম তোলা নিয়ে বিতর্কে ইতি টানতে আসরে নামল নির্বাচন কমিশন। বিশেষ নিবিড় সংশোধনে ফর্ম-৬ নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল তারা। কমিশন জানায়, আগে ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও, প্রথম বার ভোটার হচ্ছেন বলে কেউ দাবি করলে তার মধ্যে অন্যায় দেখা হবে না। নাম তোলার ফর্মের স্বীকারোক্তি নিয়ে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। জনপ্রতিনিধি আইন মেনে ওই সব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করা হবে না বলে কমিশন জানিয়েছে। আগে ভোটার তালিকায় নাম ছিল। কিন্তু এসআইআরের পর কমিশনের প্রকাশ করা খসড়া তালিকায় দেখা যায় তাঁর নাম বাদ পড়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ফর্ম ৬ পূরণ করে ওই ভোটারেরা আবার ভোটার তালিকায় নতুন করে নাম তোলার জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে নাম বাদ পড়াদের অনেকের আশঙ্কা, এখন ভোটার তালিকায় নাম তুলতে চেয়ে ফর্ম ৬ জমা দিতে গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখে পড়তে হতে পারে। কারণ, নতুন ভোটার হিসেবে নাম তোলার জন্য ফর্ম ৬ জমা দিতে হয়। যাঁর নাম আগে থেকেই ভোটার তালিকায় ছিল, তিনি কী ভাবে নতুন ভোটার হিসেবে আবেদন করবেন, তা নিয়ে উদ্বেগ দানা বাঁধে অনেকের মনে। অনেকে এ-ও প্রশ্ন তুলেছিলেন, পুরনো ভোটারেরা ফর্ম ৬ পূরণ করে নিজেদের নতুন ভোটার বলে দাবি করার অর্থ তিনি ‘মিথ্যাঘোষণা’ করছেন! সেই সব সংশয় দূর করল কমিশন। কমিশনের এমন দ্বিমুখী অবস্থান নিয়ে সরব হন বিরোধীরাও। ওই বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর করতেই বিজ্ঞপ্তি জারি বলে জানায় কমিশন।

‘অনির্দিষ্টকাল ধরে কোনও জায়গায় ধর্না বা প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়া যায় না’

যন্তর মন্তর মামলায় পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বরঃ দীর্ঘ সময় ধরে বা অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনও নির্দিষ্ট স্থান দখল করে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়া যায় না, জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এমনকি প্রতিবাদের জন্য নির্দিষ্ট করা স্থানগুলির ক্ষেত্রেও একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির যন্তর মন্তরের বিশাল বিক্ষোভ এবং পরবর্তী সময়ে ওই এলাকা থেকে প্রতিবাদের সরকারি তকমা প্রত্যাহারের মামলার শুনানির সময় এই পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান, আন্দোলনের ডাক যিনি বা যাঁরা দেবেন, তাঁদেরই সেই কর্মকাণ্ডের সমস্ত পরিণতির দায় নিতে হবে। শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট



ভাষায় বলেন, ‘‘আপনারা দিনের পর দিন কোনও জায়গা দখল করে বসে থাকতে পারেন না। আরও অনেক প্রতিবাদী রয়েছেন। কৃষক বা আইনজীবীরা কোথায় যাবেন? প্রতিবাদ করার অধিকার সবারই রয়েছে।’’ আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, যন্তর মন্তর এলাকাটিকে প্রতিবাদস্থল হিসেবে বাতিল (ডি-নোটিফাই) করার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে বিকল্প হিসেবে তিনটি নতুন নির্দিষ্ট স্থান বা জোন ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, গত ২০ জুলাইয়ের প্রতিবাদের জন্য মাত্র একদিনের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে গিয়ে নির্ধারিত স্থান দখল করে রাখেন এবং একটা সময় সংসদ ভবন অভিমুখে মিছিল করে এগিয়ে যান। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, সংসদ ভবন তো আর কোনও রাজনৈতিক ভবন নয়। আপনারা চাইলেই সংসদ ভবন বা সুপ্রিম কোর্টের দিকে মিছিল করে চলে যেতে পারেন না।

অভিষেকের আর্জি বিবেচনা করা হোক, ‘তদন্তের তথ্য ফাঁস’ মামলায় হাইকোর্টকে বলল শীর্ষ আদালত

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বরঃ বিভিন্ন মামলার তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এই মর্মে অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু উচ্চ আদালত তাঁর মামলার দ্রুত শুনানিতে রাজি হয়নি। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূল সাংসদ। তার প্রেক্ষিতে হাইকোর্টকে অভিষেকের মামলা শুনতে বলল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। হাইকোর্টে অভিষেকের অভিযোগ ছিল, পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থার একাংশের মদতেই বিভিন্ন মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। এতে যেমন



তাঁর ব্যক্তিগত সম্মান, সুনাম, মর্যাদা এবং গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তেমন তদন্তও প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। সাংসদ মিডিয়া ট্রায়ালেরও শিকার হচ্ছে। এই প্রবণতায় রাশ টানার আর্জি জানিয়ে উচ্চ আদালতে দ্রুত শুনানি চেয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু উচ্চ আদালত তাতে গুরুত্ব না দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি নাকচ করে দিয়েছে বলেই দাবি করা হয়েছে শীর্ষ আদালতে। মঙ্গলবার অভিষেকের আইনজীবী শোয়েব আলম সুপ্রিম কোর্টে বলেন, ‘‘আমি গত সেপ্টেম্বর মাসেই রিট পিটিশন দায়ের করেছিলাম। কিন্তু আদালত জানায়, তাদের কাছে নির্দিষ্ট রস্টার নেই।’’ শোয়েব জানান, দ্রুত শুনানির জন্য তিনি তিন বার উচ্চ

● এরপর ৬ পাতায়...

হিমালয়ে তুষারঝড়, নিখোঁজ পাঁচ যুবক বাঁকুড়ার বাসিন্দা! খবর পেয়েই উত্তরাখণ্ড যাচ্ছে পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিং করতে গিয়ে ভয়াবহ তুষারঝড়ের কবলে পড়ে নিখোঁজ একই দলের আট সদস্য। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনই বাঁকুড়ার বাসিন্দা। গত ৩০ অক্টোবর দলের চার শেরপা ও সহকারী কোনওক্রমে গন্তব্যে পৌঁছে বাকিদের নিখোঁজ হওয়ার খবর দেন। তার পর থেকেই হেলিকপ্টার নিয়ে হিমালয়ের দুর্গম এলাকায় চলছে লাগাতার তল্লাশি। কিন্তু দু’দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও কোনও সন্ধান মেলেনি। সময় যত গড়াচ্ছে, ততই উদ্বেগ বাড়ছে বাঁকুড়ার পাঁচ পরিবারে। নিখোঁজদের মধ্যে বাঁকুড়ার শালবনী গ্রামের বাসিন্দা তাপস বাউরি, রতন ঘোষ, রিন্টু মণ্ডল ও উদয় ঘোষ রয়েছেন। পঞ্চম জন মনোজ খাওয়াসের বাড়ি কেশরা গ্রামে। বাকি তিনজনের মধ্যে দু’জন উত্তরপ্রদেশের লখনউ এবং একজন উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশির বাসিন্দা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শেরপা ও সহকারী মিলিয়ে মোট ১২ জনের একটি দলের গঙ্গোত্রী থেকে কেদারতাল পর্যন্ত ট্রেকিংয়ে যাওয়ার কথা ছিল। নির্দিষ্ট দিনে গঙ্গোত্রীর বেস ক্যাম্প থেকে রওনা দেয় দলটি। পথে প্রায় ৪ হাজার মিটার উচ্চতায় আচমকাই তুষারঝড়ের মুখে পড়েন। তার পর থেকেই আটজনের কোনও খোঁজ নেই। ৩০ অক্টোবর চার শেরপা ও



সহকারী কোনওক্রমে গন্তব্যে পৌঁছে বিপর্যয়ের খবর দেন। এরপরই উদ্ধারকাজে নামে উত্তরাখণ্ড সরকার। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী হেলিকপ্টারের সাহায্যে গত দু’দিন ধরে তল্লাশি চালাচ্ছে। তবে উচ্চ হিমালয়ে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বারবার বাধা পাচ্ছে উদ্ধারকাজ। এখনও নিখোঁজদের সন্ধান মেলেনি। তাপস বাউরির বাবা লালমোহন বাউরি বলেন, ‘‘শনিবার ফোন করে বলেছিল আগামী কয়েকদিন ফোনে পাওয়া যাবে না। যেখানে আছে সেখান থেকে অন্যত্র যাওয়ার জন্য বেরচ্ছে। সকলে বলছেন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পরে থানার লোকজন এসে বলে খোঁজ চালাচ্ছে। ছেলে কারখানায় কাজ করত। পাহাড় আগেও গেছে বেরাতে, নেপাল গেছে, কিন্তু ট্রেকিংয়ের কোনও শখ ছিল বলে জানা নেই।’’ তাপসের দিদি কবিতা বাউরি বলেন, ‘‘আমার সঙ্গে গত সোমবার শেষবার কথা হয়। আমি পুজো দিতে আসব এবাড়িতে সেটা জানাতে ভাইকে ফোন করেছিলাম। আমাকে বলল, বাইরে আছে, বাবাকে জানিয়ে দিচ্ছে। শেষে বলল, তোরা ভাল থাকিস। তারপর থেকে আর ফোনে পাইনি। সুইচ অফ বলছে। এই বাড়িতে কেউ ভাল নেই। আমি খবরে শুনে দৌড়ে এলাম। সবাই তো কী সব বলছে। হোটেল থেকে তো ওদের জিনিসও পাওয়া গেছে।’’ রিন্টু মণ্ডলের কাকা কার্তিক মণ্ডল জানান, বাড়ির কারও ঘুম নেই। বাঁকুড়ায় বসে কোনও কীভাবে কী করবেন বুঝতে পারছেন না। বিডিও, জেলাশাসক অফিস থেকে লোক এসে জানিয়েছে। তাঁর কথায়, ‘‘খুব পাহাড় যেত তা না, ৩-৪ বার গেছে বেরাতে। আশা করছি ভাল খবরের।’’ রিন্টুর দাদা

● এরপর ৬ পাতায়...

দিল্লি-এনসিআরে দেদার নিষিদ্ধ বাজি বিক্রি নিয়ে উদ্বেগ সুপ্রিম কোর্টের



নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর ঃ দীপাবলীর প্রাক্কালে রাজধানী দিল্লি ও সংলগ্ন জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে (এনসিআর) আদালতের নির্দেশ অমান্য করে সব ধরনের বাজি বিক্রির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট মনে করিয়ে দিয়েছে, আদালতের পূর্ববর্তী নির্দেশিকা অনুযায়ী দীপাবলিতে মাত্র দু'দিনের জন্য শুধুমাত্র পরিবেশবান্ধব 'সবুজ বাজি' ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অথচ বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।মঙ্গলবার শুনানিপর্বে সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনের উল্লেখ করে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) ঐশ্বর্যা ভাটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিচারপতি এম. এম. সুন্দ্রেশ। বিষয়টি অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আনার জন্য নির্দেশ দেন তিনি। বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে বিচারপতি জানান, খোলা বাজারে অবাধে সব রকমের বাজি বিক্রি হচ্ছে, যার মধ্যে এমন বহু বাজি রয়েছে যেগুলিতে বাধ্যতামূলক কিউআর কোড পর্যন্ত নেই। আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা প্রকাশ্যে লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি সুন্দ্রেশ। জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের বাতাসের গুণমান ও সামগ্রিক পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে প্রশাসন যাতে অবিলম্বে এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সে বিষয়েও তিনি কেন্দ্রকে সতর্ক করেন।

শরদ পওয়ারের শারীরিক অবস্থার উন্নতি, শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন



পুনে, ৩ নভেম্বর ঃ শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (শরদ পাওয়ার)-র সুপ্রিমো শরদ পওয়ারের শারীরিক পরিস্থিতি বর্তমানে অনেকটাই স্থিতিশীল ও উন্নতির পথে। মঙ্গলবার পুনের রুবি হল ক্লিনিকের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ট্রাস্টি তথা বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পারভেজ কে গ্রান্ট প্রবীণ এই রাজনৈতিক নেতার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য জানিয়ে আশ্বস্ত করেছেন। হাসপাতালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ পারভেজ কে গ্রান্ট জানান, তিনি আগের চেয়ে অনেকটাই ভালো আছেন। বর্তমানে তাঁকে অ্যান্টি বায়োটকের মাঝারি ডোজ দেওয়া হচ্ছে। চিন্তার কোনও কারণ নেই, তাঁর সমস্ত শারীরিক মাপকাঠি স্বাভাবিক রয়েছে। তিনি দ্রুত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। উল্লেখ্য, ক্রমাগত কাশি ও বুকে অস্বস্তিবোধ হওয়ায় সোমবার বিকেলে ৮৫ বছর বয়সী বর্ষীয়ান এই নেতাকে পুনের রুবি হল ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখার পাশাপাশি তাঁর প্রয়োজনী শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে ইতিবাচক বার্তা মেলায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন তাঁর অনুগামী ও দলীয় কর্মী-সমর্থকরা।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

রাহুল প্রধানমন্ত্রী হবেন, অমিত শাহ যাবেন তিহাড় জেলেঃসঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ৩ নভেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় সরকার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সরাসরি নিশানা করে নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, আগামী দিনে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটবে এবং রাহুল গান্ধী দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হবেন, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তিহাড় জেলে যেতে হবে।এনসিপি নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বৈঠক প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাউত অভিযোগ করেন, মহারাষ্ট্রকে দুর্বল করার চক্রান্ত হিসেবেই দলটিতে বিভাজন তৈরি করেছেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, মহারাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব করতেই অমিত শাহ ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস



পার্টিতে (এনসিপি) দুটি গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। তবে খুব দ্রুত উভয় গোষ্ঠীরই রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণ মুছে যাবে। অজিত পওয়ারের পর এনসিপি এখন অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। এই দল শুধুমাত্র শরদ পওয়ারের, অন্য কারও নয়। ঠিক যেভাবে শিবসেনা একমাত্র উদ্ধব ঠাকরের। বিজেপি-র নির্দেশেই এই সমস্ত নেতারা নিজেদের স্বার্থে দল ভেঙেছেন।একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির গণতন্ত্র রক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচিকে তীব্র কটাক্ষ করেন উদ্ধব শিবিরের এই শীর্ষ নেতা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আমরা কোনও আলোচনা চাইছি না, আমরা সরাসরি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করছি। গত সোমবার তেলঙ্গানায় 'গণতন্ত্র বাঁচাও'-এর নামে যে সমাবেশ করেছে বিজেপি, তা আদতে গণতন্ত্রের হত্যাকারীদেরই এক অয়োজনা। আসল প্রশ্ন হলো, তারা ঠিক কার হাত থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে চাইছে?

দক্ষিণ অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ল 'মুরাসু', বাপাতলা ও গুন্টুরে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি

ওঙ্গোল ও অমরাবতী, ৩ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে শুরু হয়ে গেল তীব্র ঘূর্ণিঝড় 'মুরাসু'-র ল্যান্ডফল বা আছড়ে পড়ার চূড়ান্ত প্রক্রিয়া। মঙ্গলবার সকালে প্রবল শক্তি নিয়ে অন্ধ্রের উপকূলীয় জেলা প্রকাশমের ওঙ্গোল সংলগ্ন কোঠাপটনম সৈকত এলাকায় আছড়ে পড়তে শুরু করে এই সাইক্লোন। ল্যান্ডফলের প্রভাব শুরু হতেই উপকূলজুড়ে শুরু হয়েছে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং চরম গতিসম্পন্ন বিধ্বংসী ঝোড়ো হাওয়া। কোঠাপটনম গ্রামের উপকূলে দানবীয় ঢেউ আছড়ে পড়ে সমুদ্র চরম উত্তাল আকার ধারণ করেছে।ঘূর্ণিঝড় 'মুরাসু'-র ল্যান্ডফলের প্রত্যক্ষ প্রভাবে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও প্রবল দুর্যোগ শুরু হয়েছে। বাপাতলার সুরিয়ালঙ্কা



রোডের কাছে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া ও ভারী বৃষ্টির জেরে বড় গাছ উপড়ে পড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খবর পেয়ে যুদ্ধকালীন তপরতায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় বিপযয় মোকাবিলা বাহিনী। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ানরা গাছ কেটে রাস্তা পরিস্কার ও যান চলাচল স্বাভাবিক করার কাজে হাত লাগান।ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে গুন্টুর শহরেও শুরু হয়েছে একটানা ভারী বৃষ্টি ও তীব্র দমকা হাওয়া। ঝোড়ো বাতাসের দাপটে শহরের জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পাছে এবং একাধিক নিচু এলাকায় জল জমতে শুরু করেছে। ওঙ্গোলের কোঠাপটনম সৈকতে ল্যান্ডফলের মূল প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলে বাতাসের তীব্র গর্জন ও দৃশ্যমানতা কমে গিয়ে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।উপকূলবর্তী জেলাগুলির ঝুঁকিপূর্ণ ও নিচু এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে ইতিমধ্যেই নিরাপদ আশ্রযকেন্দ্রে সরিয়ে নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। পরিস্থিতির দিকে সার্বক্ষণিক নজর রাখতে এনডি আরএফ এবং এসডিআরএফের একাধিক দল মোতায়েন রয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে না বেরোনোর কড়া পরামর্শ দিয়েছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ।

চারধাম চার্টার হেলিকপ্টার পরিষেবা টানা দ্বিতীয় দিনেও বন্ধ, সহস্রধারায় দাঁড়িয়ে সব চপার



দেহরাদূন, ৩ নভেম্বর ঃ অসামরিক বিমান পরিবহন নিযন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ-র নতুন নির্দেশিকার প্রতিবাদে টানা দ্বিতীয় দিনেও পুরোপুরি বন্ধ রইল উত্তরাখণ্ডের চারধাম তীর্থযাত্রার সমস্ত চার্টার্ড হেলিকপ্টার পরিষেবা। গত ৩০ অক্টোবর বদ্রীনাথ-দেহরাদূন রুটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় পাইলট সহ ছয় জনের মৃত্যুর পর প্রতিটি চার্টার বিমানে বাধ্যতামূলকভাবে দু'জন করে পাইলট (কো-পাইলট) রাখার কড়া নির্দেশ জারি করে ডিজিসিএ। নিযন্ত্রক সংস্থার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একযোগে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন বেসরকারি হেলিকপ্টার পরিচালনাকারী সংস্থাগুলি। মঙ্গলবারও রাজ্য রাজধানী দেহরাদূনের প্রধান চার্টার্ড হাব 'সহস্রধারা হেলিপ্যাড'-এ পরিষেবা পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। সেখানে সমস্ত বেসরকারি হেলিকপ্টার টারপলিন দিয়ে ঢেকে গ্রাউন্ডেড অবস্থায় রাখা হয়েছে। ধর্মঘটের জেরে চারধাম যাত্রায় আসা বহু পুণ্যার্থী চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন।উল্লেখ্য, গত ৩০ অক্টোবর বদ্রীনাথ থেকে ফেরার পথে জোশীমঠের ছায়ি গ্রামের কাছে বেসরকারি সংস্থা 'ট্রান্স ভারত এভিয়েশন'-এর একটি হেলিকপ্টার পাহাড়ি খাদে ভেঙে পড়ে ছয় জনের প্রাণহানি ঘটে। সেই দুর্ঘটনার পরেই বিমান চলাচলের নিরাপত্তা জোরদার করতে জরুরি ভিত্তিতে চালকের পাশাপাশি কো-পাইলট রাখা বাধ্যতামূলক করার নির্দেশিকা জারি করে ডিজিসিএ। তবে বেসরকারি অপারেটরদের দাবি, এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট ছোট হেলিকপ্টার গুলিতে পরিকাঠামোগত পরিবর্তন ও হঠা করে অতিরিক্ত পাইলট নিয়োগ করা প্রযুক্তিগত ও আর্থিকভাবে বাস্তবসম্মত নয়। উত্তরাখণ্ড সিভিল এভিয়েশন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং ডিজিসিএ কর্তাদের সঙ্গে অপারেটরদের আলোচনাতেও কোনো সমাধান সূত্র না মেলায় এই অচলাবস্থা জারি রয়েছে।

'বাবরি মসজিদ' নির্মাণের জেদেই অনড় হুমায়ুন, ৬ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানে ৫ লক্ষ জমায়েতের ডাক

বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), ৩ নভেম্বর ঃ প্রস্তাবিত 'বাবরি মসজিদ' নির্মাণের পরিকল্পনা থেকে পিছু হটতে সম্পূর্ণ নারাজ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীর। আগামী ৬ ডিসেম্বর মসজিদের মূল নির্মাণকাজ শুরুর জন্য মুর্শিদাবাদে এক বিশাল সমাবেশের ডাক দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ওই দিন প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের জমায়েত করার লক্ষ্য নিয়েই তিনি এগোচ্ছেন এবং যাবতীয় বাধা উপেক্ষা করে ২০২৮ সালের ৬ ডিসেম্বর এই মসজিদের দ্বারোদঘাটন করা হবে।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ সত্যি। আমি আগেই ঘোষণা করেছিলাম যে ২০২৬ সালের ১ নভেম্বরের মধ্যে- যা এই স্থানের নামকরণের ঠিক এক বছর পূর্ণ করবে-আমার প্রাথমিক সংকল্প পূরণ হবে। ইতিমধ্যেই জায়গার নামকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ দ্রুত গতিতে চলছে আমি এখন প্রকল্পের দ্বিতীয় বর্ষে প্রবেশ করেছি। আমি ঘোষণা করেছিলাম যে সেদিন এখানে ৫ লক্ষ মানুষ সমবেত হবেন। আমি মানুষকে আসার জন্য লাগাতার আহ্বান জানিয়ে যাব এবং কোনো অবস্থাতেই যাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, তা নিশ্চিত করব।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য প্রশাসন ও তাঁর স্বরাষ্ট্র দফতর এই কাজে বহু বাধা সৃষ্টি করেছে। তাদের দাবি ছিল, এখানে 'বাবরি মসজিদ' তৈরি হলে আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। তারা আমাকে অন্য কোনও নামে মসজিদ তৈরি করার এবং 'বাবরি' নাম বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু আমি তাতে রাজি হইনি। এটি সমগ্র ভারতের মুসলিম সমাজের কাছে এক চরম আবেগপূর্ণ বিষয়।দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের সমর্থন পাওয়ার দাবি করে তিনি আরও যোগ করেন, শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশ, ওমান, কাতার, দুবাই এবং সৌদি আরব-সহ বিশ্বের বহু দেশের মুসলিমরা আমাকে নিয়মিত উৎসাহিত করছেন। যতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি, আমি আল্লাহর এই ঘর তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানুষের দীর্ঘদিনের আবেগ ও দাবিকে সম্মান জানিয়ে আমি ঘোষণা করছি যে, ২০২৮ সালের ৬ ডিসেম্বর এই সম্পূর্ণ মসজিদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় যে ক্ষোভ ও বেদনা আজও বহু মানুষের মনে রয়েছে, আমি তারই উপশম ঘটানোর চেষ্টা করছি।

প্রতীক্ষার অবসান, পুণে মেট্রোর নতুন লাইনের সূচনা প্রধানমন্ত্রী মোদীর



নয়াদিল্লি ও পুনে, ৩ নভেম্বর ঃ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মঙ্গলবার পুণে মেট্রোর একাধিক নতুন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার আযোজিত এক বিশেষ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে মান-হিঞ্জেওয়াড়ি থেকে শিবাজীনগর সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ পুনে মেট্রো লাইন-৩-এর সূচনা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ, উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও উপমুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা অজিত পওয়ার উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, আজকের এই সাফল্য ভারত সরকারের জনমুখী নীতি, সক্রিয় পদক্ষেপ এবং সুশাসনের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পূর্বতন সরকারগুলির শ্লথ গতির কার্যপদ্ধতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, আমাদের দেশে প্রথম মেট্রো পরিষেবা চালু হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। কিন্তু তার পরবর্তী ৩০ বছরে মাত্র ২৪৮ কিলোমিটার মেট্রো লাইন নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। ২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশের মাত্র ৫টি শহরে মেট্রো রেল চলাচল করত। সেই পুরনো সরকার ও তাদের ধীরগতির কর্মসংস্কৃতি যদি আজও বহাল থাকত, তবে পুণেতে মেট্রো পৌঁছতে আরও বহু দশক সময় লেগে যেত।২০১৪ সালে এনডিএ সরকার গঠনের পর পরিকাঠামো উন্নয়নের আমূল পরিবর্তনের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী আরও যোগ করেন, ২০১৪ সালে দেশ যখন এনডিএ-কে সেবা করার সুযোগ দেয়, তখন আমরা এক দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়েছিলাম। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সহজ করা এবং যাতাযাতের দুর্ভোগ কমানোই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য-আর এখন তারই বাস্তব ফল দৃশ্যমান হচ্ছে।দেশের সামগ্রিক মেট্রো নেটওয়ার্কের বিস্তৃতির খতিয়ান দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, ২০১৪ সালের মাত্র ২৪৮ কিলোমিটারের মেট্রো জাল এখন সম্প্রসারিত হয়ে প্রায় ১,২০০ কিলোমিটারে পৌঁছে গিয়েছে। পাশাপাশি ২০১৪ সালের মাত্র ৫টি শহরের পরিধি ছাড়িয়ে বর্তমানে দেশের ২৬টি শহরে আধুনিক মেট্রো পরিষেবা সচল রয়েছে। পুণে মেট্রোর এই নতুন লাইনটি তথ্যপ্রযুক্তি হাব হিঞ্জেওয়াড়ির সঙ্গে মূল শহরের সংযোগকে আরও মসৃণ করে লক্ষাধিক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী ও নিত্যযাত্রীকে চরম যানজট থেকে স্বস্তি দেবে বলে আশাপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রাচীন তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান 'জান'বা।রি আরাধ্য দেবী কালিকা

হাওড়া, ৩ নভেম্বর ঃমিস্ট্রি এবং হিস্ট্রি! এককথায় এই দুটি শব্দেই ব্যাখ্যা করা চলে হাওড়ার 'জান'বা।কে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে আগাগোড়া রহস্যে মোড়া হয়েই থেকে গেছে তন্ত্রসাধনার এই প্রাচীন পীঠস্থান। তবে সেসব ছাপিয়েও আদতে এক জলজ্যান্ত ইতিহাসের আখড়া এই 'জান' কালীবাড়ি।স্থানীয় ইতিহাস থেকে জানা যায়, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর এক শাস্ত্রজ্ঞকে প্রায় ২০০ বিঘে নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন তকালীন হাওড়ার বেলকুলিতে (অধুনা চক্রবেড়িয়া)। শাস্ত্রজ্ঞ-র উত্তরপুরুষ অচ্যুত পঞ্চাননের হাত ধরেই 'জান' পরম্পরার সূত্রপাত। লোকশ্রুতি, অচ্যুত পঞ্চানন একটি কালীর শিলামূর্তি পেয়ে পুজো শুরু করেন। তাঁর বংশধর রামকুমার ভট্টাচার্য এই মূর্তি নিয়ে চক্রবেড়িয়ায় এসে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।সেসময়ে জ্ঞানী বা সর্বজ্ঞ-শাস্ত্রজ্ঞ বোঝাতে এই 'জান' উপাধি ব্যবহার করা হতো। 'জান' শব্দটি জ্ঞান-এর অপভ্রংশ। তকালীন রামকুমার থেকে উত্তরপুরুষ রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য সবাই ' সেই থেকেই এই বা।রি নামকরণ 'জান'বাড়ি। বংশানুক্রমে এই বাড়ির সদস্যরা ক্রমেই হয়ে উঠলেন ভূত (অতীত) ও ভবিষ্য বক্তা। পেশা হিসাবে কোষ্ঠীবিচার, জ্যোতিষচর্চা শুরু করেন এই পরিবারের বংশধররা। সেই পরম্পরা আজও বহমান। যদিও এখন শরিকি টানাপোড়েনে বহুধা বিভক্ত জানবাড়ি। আদি বাড়িটি তলিয়েছে কালের গর্ভে। বর্তমানে হাওড়ার দালালপুকুরের কাছে বেশ কয়েকটি শরিকি বাড়ির একটিতে রয়েছে কালী মন্দির। এঁদের পূর্বপুরুষ অচ্যুত পঞ্চাননের পাওয়া পাথরের সেই ৮ ইঞ্চির কালীশিলাটি প্রথমে একটি ব। মাটির মূর্তি গড়ে প্রতিমার বুকে স্থাপন করা হয়েছিল। মূর্তিটি পরে সিমেন্টের তৈরি করা হয়। দেবীমূর্তি বহুবার বদলালেও কালীশিলাটি প্রতিবারই মূর্তির মধ্যেই স্থাপিত হয়েছে।এখানে প্রতিদিন দেবীকে ফল-মিষ্টান্ন ভোগ অর্পণ করা হয়। আর প্রতি অমাবস্যা তিথিতে হয় মা কালীর বিশেষ পুজো। ফলহারিণী কালীপুজো ও রটন্তী কালীপুজোও পালিত হয় ধুমধাম করে। আর দীপান্বিতা অমাবস্যাতে হয় এই মন্দিরের বাসরিক উৎসব। এই বিশেষ উৎসবের সূচনা হয় ভূতচতুর্দশীর দিন। চলে প্রতিপদ পর্যন্ত।জানবাড়ির মূল আকর্ষণ পঞ্চমুণ্ডীর আসন। মায়ের মন্দিরের গর্ভগৃহের পাশের একটি ঘরে রয়েছে দেবীর পঞ্চমুণ্ডীর আসন। এখানেই আগে তন্ত্রসাধনা করা হত। কয়েকটি বিশেষ তিথিতেই জনসাধারণ এই পঞ্চমুণ্ডীর আসন দর্শনের সুযোগ পায়। তবে শুধুমাত্র সেইসব বিশেষ তিথিতেই নয়, 'জান'বাড়িতে পুণ্যার্থীদের ভিড় জমে সারাবছরই। ভক্তরা কখনও নিজেদের ভাগ্যবিচারের জন্য, কখনও আবার বিভিন্ন সমস্যার সুরাহার সন্ধানে হত্যে দেন 'জান' বাড়িতে।

ওমান উপকূলে জাহাজে হামলায় এক ভারতীয়ের মৃত্যু, নিন্দা বিদেশ মন্ত্রকের



নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর ঃ ওমানের লিমা উপকূলের কাছে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। 'এমএসভি আল জুসুফি' নামের ওই বাণিজ্যিক জাহাজে গত সোমবার সন্ধ্যায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। জাহাজে থাকা মোট ১৪ জন ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে ১৩ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, আঘাতের কারণে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছেন এক ভারতীয় নাগরিক।মঙ্গলবার বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, গতকাল সন্ধ্যায় ওমানের লিমার কাছে বাণিজ্যিক জাহাজ ' এমএসভি আল জুসুফি'-র ওপর হামলার ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। জাহাজে থাকা ১৪ জন ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে ১৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, তবে দুর্ভাগ্যবশত গুরুতর জখম হয়ে এক ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। এই মূল্যবান প্রাণহানির ঘটনায় আমরা গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। ওমানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস পরিস্থিতির ওপর সতর্ক নজর রাখছে এবং জীবিত ভারতীয় নাগরিকদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা ও মৃতের মরদেহ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে ওমান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় বজায় রেখেছে।পশ্চিম এশিয়ার সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক জাহাজে ধারাবাহিক আক্রমণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, ওই অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর ক্রমাগত হামলার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা অবিলম্বে উত্তেজনা প্রশমিত করার এবং কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানোর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করছি, যাতে এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসতে পারে। বাণিজ্যিক নৌপরিবহন এবং অসামরিক পরিকাঠামোকে নিশানা করার প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ওই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক জলপথে অবাধ ও বাধাহীন নৌচলাচল এবং বাণিজ্য দ্রুত পুনরুদ্ধার করা জরুরি।

রাশিফল

মেষঃ আজ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ভালো একটি দিন হতে চলেছে। আপনার চারপাশের পরিবেশ ইতিবাচকতায় ভরপুর থাকবে, যা আপনাকে উৎসাহ ও উদ্যম জোগাবে।শুভদিন

বৃষঃ মনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সান্ধ্যভোজ আপনাকে এক আয়েসী এবং চমকপ্রদ মেজাজে রাখবে। সংসারে শান্তি ফিরবে আজ।

মিথুনঃ এই সময়ে আপনার মনে হতে পারে যে জীবনে আনন্দের মুহূর্তের অভাব রয়েছে। আজ আপনার কথাবার্তা বলার দক্ষতা কিছুটা প্রভাবিত হতে পারে।

কর্কটঃ মানসিক চর্চার জন্য আকর্ষণীয় কিছু পড়ুন। যে সমস্ত লোকেরা ঋণ নিয়েছিল তারা আজ এই অর্থ ফেরত দিতে সমস্যায় পড়তে পারে। সংসারে শান্তি হবে।

সিংহ ঃ আপনার উসাহ এবং সৃজনশীলতা আপনাকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নতুন চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সম্পর্কগুলিকে আরও গভীর করে তোলার সুযোগ পাবেন। শুভদিন।

কন্যাঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন।

তুলাঃচাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হালকা বোধ করতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে বসুন। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।।

বৃশ্চিকঃ চাপ উপেক্ষা করা প্রয়োজন। এটি খুব দ্রুতগতিতে তামাক এবং মদের মত মারাত্মক মহামারীতে পরিণত হচ্ছে। সন্দেহজনক আর্থিক কারবারে জড়িয়ে পড়া থেকে সতর্ক থাকুন।।

ধনুঃআজ আপনি নিজের মনের অনুভূতিগুলি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। এর ফলে আপনার সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। বিশেষ কোনও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে আজকের দিনটি আপনার জন্য অনুকূল প্রমাণিত হবে।

মকরঃ আজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। আজ আপনার পক্ষে অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব, তবে আপনার বোধগম্যতা এবং জ্ঞানের সাহায্যে আপনি টেবিলগুলি ঘুরিয়ে নিতে এবং আপনার ক্ষতিটিকে মুনাফায় রূপান্তর করতে পারেন। শুভদিন

কুম্ভঃআজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত বিশেষ। কারণ বন্ধু এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ পাবেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজকের ইতিবাচক পরিস্থিতি নতুন শুরুর ইঙ্গিত দিচ্ছে।

মীনঃ কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হবে।

আবহাওয়া

উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, কোথাও কোথাও আবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মৎস্যজীবীদের জন্য ০৩ থেকে ০৭ অক্টোবর পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার দুপুরের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূল অতিক্রম করবে, বাপতলা ও ইয়ানামের কাছাকাছি এলাকা থেকে স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে। সেই সময় ঘণ্টায় ১১৫ থেকে ১২৫ কিলোমিটার গতিবেগে বইবে দমকা হাওয়া। প্রভাব মূলত বেশি থাকবে অন্ধ্রপ্রদেশে। আবার দক্ষিণ ও।শাতেও প্রভাব দেখা যাবে।পশ্চিমবঙ্গে সরকরি কোনও প্রভা

শহর ও শহরতলী

দুবাই পালানোর আগেই কলকাতা বিমানবন্দরে পুলিশের জালে ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ সাবির! সাইবার প্রতারণা ও ডিজিটাল অ্যারেস্টের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা , কলকাতা, ৩ নভেম্বর ঃ কর্নাটকের একাধিক সাইবার প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত শেখ সাবির। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল কর্নাটক পুলিশ ও সিআইডি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জারি হয়েছিল লুক আউট নোটিস। শেষ পর্যন্ত বিদেশে পালানোর পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। কলকাতা থেকে দুবাই যাওয়ার আগেই মঙ্গলবার ভোররাতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটক করা হল তাঁকে। পরে বিমানবন্দর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এবার ট্রানজিট রিমান্ডে কর্নাটকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সাইবার প্রতারণার অভিযোগে দেশের একাধিক রাজ্যে পুলিশের নজরদারি বাড়ছে। প্রতারকরা কখনও ভুয়ো বিনিয়োগের টোপ, কখনও ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ। এবার এমনই একাধিক সাইবার অপরাধের মামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা বিমানবন্দর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শেখ সাবির। কর্নাটক পুলিশের কাছে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই ওয়ান্টেড ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোররাতে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দুবাই যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন শেখ সাবির। সেই মতো বিমানবন্দরে পৌঁছতেই তাঁর গতিবিধির উপর নজর পড়ে অভিবাসন দপ্তরের আধিকারিকদের। নথি যাচাইয়ের সময় তাঁর বিরুদ্ধে জারি থাকা লুক আউট নোটিসের বিষয়টি সামনে আসে। এরপরই তাঁকে আটক করা হয়। পরে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অভিযুক্তকে নেতাজি



সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিমানবন্দর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গোটা ঘটনার খবর ইতিমধ্যেই কর্নাটক পুলিশকে জানানো হয়েছে। বিদেশে পালানোর আগেই এই গ্রেপ্তারি তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ঠিক কতদিন ধরে তিনি কলকাতায় ছিলেন এবং দুবাই যাওয়ার পরিকল্পনা কতদিন আগে করেছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারী সূত্রে খবর, শেখ সাবিরের বিরুদ্ধে কর্নাটকের একটি বড় সাইবার জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। একাধিক আর্থিক প্রতারণার মামলায় তাঁর নাম উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, প্রতারকরা নিজেদের কখনও পুলিশ, কখনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিক পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে ফোন করত। বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার ভয় দেখিয়ে তাঁদের মানসিকভাবে চাপে ফেলা হত। এরপর তদন্ত বা গ্রেপ্তারির ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এই ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে বেঙ্গালুরু সিটি সাইবার ক্রাইম থানায় একাধিক মামলা দায়ের হয়। সেই মামলাগুলির তদন্তে শেখ সাবিরের নাম সামনে আসে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তের খোঁজে দীর্ঘদিন ধরে তল্লাশি চালাচ্ছিল কর্নাটক পুলিশ। কিন্তু তাঁর সন্ধান না মেলায় শেষ পর্যন্ত লুক আউট নোটিস জারি করা হয়। এর ফলে দেশের কোনও বিমানবন্দর দিয়ে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে শনাক্ত করে আটক করার সুযোগ তৈরি হয়। সেই লুক আউট নোটিসের সূত্র ধরেই কলকাতা বিমানবন্দরে ধরা পড়েন শেখ সাবির। আপাতত তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিস্তারিত তথ্য এবং সাইবার প্রতারণা চক্রে তাঁর ভূমিকা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা। গ্রেপ্তারির পর এবার শেখ সাবিরকে কর্নাটকে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন জানানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। আদালতের অনুমতি মিললে তাঁকে কর্নাটক পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এরপর বেঙ্গালুরুতে নিয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সাইবার প্রতারণার মামলাগুলিতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, প্রতারণার মাধ্যমে কত টাকা হাতানো হয়েছে এবং ডিজিটাল অ্যারেস্টের ঘটনায় তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকা কী ছিল, সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা। সব মিলিয়ে, দুবাই পালানোর পরিকল্পনা করেও শেষরক্ষা হল না শেখ সাবিরের। কলকাতা বিমানবন্দরের অভিবাসন দপ্তরের তপরতায় ভেস্তে গেল বিদেশযাত্রার পরিকল্পনা। এখন তদন্তে তাঁর কাছ থেকে সাইবার প্রতারণা চক্র সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় কি না, সেদিকেই নজর রয়েছে পুলিশের। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি এখনও তদন্তাধীন। আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি অভিযুক্ত হিসেবেই বিবেচিত হবেন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের অজান্তে ঋণ তোলার অভিযোগ, বাবলারী মহিলা সমবায়ে ২২ লক্ষ টাকার হিসাব ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ৩ নভেম্বর ঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের অজান্তে তাঁদের নাম ও সই ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ তোলার অভিযোগে নদিয়ার নবদ্বীপ ব্লকের বাবলারী এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাবলারী মহিলা সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে প্রায় ২২ লক্ষ টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সদস্য। তাঁদের অভিযোগ, একাধিক দলের সদস্যদের অজান্তেই তাঁদের নামে ঋণ তুলে সেই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমবায় কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে অভিযুক্তদের পদত্যাগ এবং শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা বক্তব্য দিয়েছে সমবায় বোর্ড।গোষ্ঠীর সদস্যা রাখি ঘোষের অভিযোগ, বাবলারী এলাকায় মোট ১৩৮টি স্বনির্ভর দল রয়েছে। এর মধ্যে ১৩ থেকে ১৪টি দলের সদস্যদের অজান্তে তাঁদের সই ও পরিচয় ব্যবহার করে ঋণ তোলা হয়েছে। তাঁদের দলের এক সদস্যার নামেও দেড় লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি তাঁর। এই ঘটনার সঙ্গে সমবায়ের কো-অর্ডিনেটর রিঙ্কু ঘোষ সরকার, সভানেত্রী পূর্ণিমা দেবনাথ, সম্পাদিকা ফাল্গুনী ঘোষ এবং সদস্য রেণু ঘোষ-সহ বোর্ডের একাধিক সদস্য জড়িত বলে অভিযোগ তুলেছেন সদস্যরা। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে স্মারকলিপি দেওয়ার পাশাপাশি থানাতেও লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন সমবায়ের কো-অর্ডিনেটর রিঙ্কু ঘোষ সরকার। তাঁর দাবি, সরকারের দেওয়া ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার সিআইএফ তহবিলে কোনও আর্থিক তছরুপ বা ঘাটতি নেই। ত্রৈমাসিক ও সংবিধিবদ্ধ অডিটে সমবায়ের প্রায় ৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। কিছু দলের নামে সমবায়ের কাজের স্বার্থে টাকা নেওয়া হলেও তা সুদ-সহ কিস্তিতে নিয়মিত ফেরত দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বড় অঙ্কের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে বলেও দাবি তাঁর। সিএসপি কর্মী ও কয়েকজন সদস্য বিষয়টি ভুল বুঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন বলে পাল্টা বক্তব্য সমবায় কো-অর্ডিনেটরের। ফলে একদিকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জাল সই করে ঋণ তোলার অভিযোগ, অন্যদিকে অডিটের হিসাব তুলে ধরে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার-দুই পক্ষের বক্তব্যে বাবলারী মহিলা সমবায়কে ঘিরে তৈরি হয়েছে জোর বিতর্ক। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রকৃত আর্থিক হিসাব সামনে আনার দাবি উঠেছে এলাকায়।

পরিচ্ছন্নতায় নতুন নজির গড়ল পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন

কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ স্বচ্ছতা অভিযান প্রচারের মূল ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, ২০২৬ সালের অক্টোবর মাসে ইলেকট্রনিক বর্জ্য নিষ্পত্তিতে এক অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের সামগ্রিক দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণাদায়ী নেতৃত্বে, ডিভিশনটি নির্ধারিত ₹৫ লাখের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ₹২০.৮২৬ লাখের বিক্রয়মূল্য অর্জন করেছে-যা লক্ষ্যমাত্রাকে চিত্তাকর্ষকভাবে ৪.১৭ গুণ ছাড়িয়ে গেছে (লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩১৬.৫ বা ₹১৫.৮২৬ লাখ বেশি)। এই নিবি। পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সময় মোট ২০.৬৮৪ মেট্রিক টন অকেজো ইলেকট্রনিক সামগ্রী অপসারণ করা হয়েছে এবং নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছে। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রশংসা করে হাওড়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী বিশাল কাপুর উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক ও কর্মচারীরা ই-বর্জ্য অপসারণের মূল ভাবনাকে কয়েক বছর ধরে জমে থাকা দীর্ঘদিনের বকেয়া স্ক্র্যাপ এবং দৃষ্টিকটু আবর্জনা দূর করার এক বৃহত্তর মিশনে পরিণত করেছেন। এই উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বাতিল ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, জেরক্স মেশিন, মনিটর, কার্ড রিডার, এসি মেশিন, ওয়াটার কুলার, ইউপিএস ইউনিট এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক স্ক্র্যাপ সহ বিভিন্ন ধরনের বাতিল সামগ্রী সফলভাবে পরিষ্কার ও নিলাম করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি কেবল বিপুল রাজস্বই অর্জন করেনি, বরং মূল্যবান কর্মক্ষেত্রের জায়গাও পুনরুদ্ধার করেছে-যা সমগ্র ডিভিশন জুড়ে আরও পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং উপযুক্তভাবে ব্যবহারযোগ্য অফিস ও পরিচালন পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। সকল স্তরের পাওয়া যৌথ সহযোগিতার প্রশংসা করে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, এই উল্লেখযোগ্য মাইলফলকটি টেকসই নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, পরিবেশগত দায়িত্ব এবং পরিপাটি, জঞ্জালমুক্ত কর্মক্ষেত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের অবিচল অঙ্গীকারকেই তুলে ধরে।

পোলেরহাট বাজারে জাহান্নগর অঞ্চল নাগরিক কমিটির উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলন ও শারদ সম্মান প্রদান

পূর্বস্থলী, ৩ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ ব্লকের জাহান্নগর অঞ্চল নাগরিক কমিটির উদ্যোগে পোলেরহাট বাজারে অনুষ্ঠিত হলো বিজয়া সম্মেলন ও শারদ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান। দুর্গাপুজোর আনন্দ-উসবের রেশ কাটতে না কাটতেই এই অনুষ্ঠানে মিলিত হন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পুজো উদ্যোক্তা এবং সাধারণ মানুষ। বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি এলাকার দুর্গাপুজো কমিটিগুলির উৎসাহ ও উদ্যোগকে স্বীকৃতি জানাতেই এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কিষান মোর্চার রাজ্য সভাপতি রাজীব ভৌমিক, নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্বরঞ্জু চট্টরাজ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নাগরিক কমিটির সদস্যরা। অনুষ্ঠানে জাহান্নগর পঞ্চায়েত এলাকার মোট ৩০টি দুর্গাপুজো কমিটিকে শারদ সম্মান প্রদান করে সংবর্ধিত করা হয়। পুজোর আয়োজন, মণ্ডপসজ্জা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মতো বিভিন্ন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে পুজো কমিটিগুলিকে সম্মানিত করা হয় বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানা গিয়েছে।এদিনের



অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সেরা পুজোর পুরস্কার প্রদান। এবছর সেরা পুজোর সম্মান ছিনিয়ে নেয় ভান্ডার টিকুরি বরিশালপাড়া যুগল মিলন বারোয়ারি দুর্গোৎসব কমিটি। এই সম্মান পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির সদস্য ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে খুশির পরিবেশ তৈরি হয়। আয়োজকদের মতে, এলাকার পুজো কমিটিগুলির মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলা, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং পুজোর সঙ্গে যুক্ত উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করাই এই শারদ সম্মান অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। বিজয়া সম্মেলন ও শারদ সম্মান প্রদানকে কেন্দ্র করে এদিন পোলেরহাট বাজার এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

চাঁদপুর-চৈতন্যপুর পঞ্চায়েতে ক্ষমতার পালাবদল, প্রধান হলেন বিজেপির শ্যামলী হালদার



উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দিরবাজার, ৩ নভেম্বর ঃ রাজ্যে পালাবদলের পর এবার একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েতেও বদলাচ্ছে রাজনৈতিক সমীকরণ। এতদিন তৃণমূলের দখলে থাকা একাধিক পঞ্চায়েতের ক্ষমতা এবার চলে যাচ্ছে বর্তমান শাসকদল বিজেপির হাতে। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার ব্লকের চাঁদপুর-চৈতন্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। মঙ্গলবার দুপুরে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৯ জন সদস্যবিশিষ্ট এই পঞ্চায়েতে এদিন ১১ জন সদস্য ভোটাভুটিতে অংশ নেন। বিজেপি, সিপিএম ও নির্দল সদস্যদের সম্মিলিত উদ্যোগে নতুন বোর্ড গঠিত হয়। পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান নির্বাচিত হন বিজেপির শ্যামলী হালদার। তবে উপপ্রধান নির্বাচন হবে পরবর্তী বৈঠকে। মন্দিরবাজারের বিডিও-র তত্ত্বাবধানে গোটা ভোটপর্ব সম্পন্ন হয়। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পঞ্চায়েত চত্বরে মন্দিরবাজার থানার আইসি কৌশিক নাগের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। নতুন প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর শ্যামলী হালদার বলেন, তৃণমূলের আমলে এই পঞ্চায়েত দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। আমরা দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে চাই। এলাকার যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ এখনও বাকি রয়েছে, সেগুলি দ্রুত সম্পন্ন করাই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এদিকে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দখলের পরই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। গেরুয়া আবির খেলায় মেতে ওঠেন তাঁরা। চাঁদপুর-চৈতন্যপুর পঞ্চায়েতের এই ক্ষমতার পালাবদলকে ঘিরে এলাকায় নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেল রেকর্ড সময়ে স্ক্র্যাপ বিক্রি করে ৪০০ কোটি টাকা আয় করেছে

কলকাতা, ৩ নভেম্বরঃ দক্ষিণ পূর্ব রেল ২০২৬ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্ক্র্যাপ বিক্রি করে ৪০৩.৮৬ কোটি টাকা আয় করেছে। স্ক্র্যাপ বিক্রির মাধ্যমে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলের ইতিহাসে দ্রুততম সময়ে অর্জিত সাফল্য। এই আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৫.৩৭ বেশি এবং চলতি অর্থবছরের ২৪০ কোটি টাকার আনুপাতিক লক্ষ্যের চেয়ে ৬৮.২৮ বেশি। চলতি অর্থবছরে ৪০০ কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করা একমাত্র জোনাল রেলওয়ে হলো দক্ষিণ পূর্ব রেল যা স্ক্র্যাপ অপসারণ, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের অসাধারণ কর্মদক্ষতারই প্রতিফলন।এই সাফল্যের একটি বড় অংশ অর্জিত হয়েছে ২০২৬ সালের অক্টোবর মাসে। ‘স্বচ্ছতা বিশেষ অভিযান ৬.০’ -এর আওতায় ৪৯ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যার বিপরীতে দক্ষিণ পূর্ব রেল ৯০.৪৩ কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বিক্রি করেছে। এই অভিযান চলাকালীন যেকোনো জোনাল রেলওয়ের মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ বিক্রয়। এটি অকেজো ও অব্যবহারযোগ্য সামগ্রী সুশৃঙ্খলভাবে অপসারণ, রেল চত্বরকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ‘স্বচ্ছ ভারত মিশন’-এর উদ্দেশ্য পূরণের প্রতি দক্ষিণ পূর্ব রেলের দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরে।এই উদ্যোগের ধারাবাহিক সাফল্য সম্ভব হয়েছে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার জৈনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনায়, যিনি দক্ষিণ পূর্ব রেল জুড়ে ‘জিরো স্ক্র্যাপ’ বা ‘শূন্য স্ক্র্যাপ’ লক্ষ্যের ওপর ক্রমাগত জোর দিয়েছেন।

যশম্যান দীপক লিমিটেড

আরইজিডি। অফিসঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট, ফার্স্ট ফ্লোর, কলাকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৭ (পশ্চিমবঙ্গ)
CIN:L67120WB1975PLCO29901 T: 8737840475
ওয়েবসাইটঃ www.yashmandeepak.com: ইমেইলঃ yashmandeepakltd @gmail.com

সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ছয় মাস		সমাপ্ত বছর
	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	নিরীক্ষিত
পরিচালন থেকে মোট আয় (নিট)	৬১.২৬	৫৯.৬৩	৫৯.১৭	১২০.৮৯	১১৫.৪৭	২৩৫.৫৩
সময়কাল/বছরের জন্য নিট মুনাফা /(ক্ষতি)(কর-পূর্ব)	৩৬.০৬	৪২.২৪	৩৮.৬১	৭৮.৩০	৭৬.৮২	১৫৩.২৫
সময়কাল/বছরের জন্য নিট মুনাফা /(ক্ষতি) (কর-পরবর্তী)	২৫.৮৮	৩১.৪২	২৮.২৩	৫৭.৩০	৫৬.৫৯	১৭২.০৪
সামগ্রিক আয়	২৫.৮৮	৩১.৪২	২৮.২৩	৫৭.৩০	৫৬.৫৯	১৭২.০৪
ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮
শেয়ার প্রতি আয় (অব্যাহত ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য)(প্রতিটির মূল্য ১০- টাকা)						
মৌলিকঃ	৩.৬৭	৪.৪৬	৪.০১	৮.১৩	৮.০৩	২৪.৪১
লঘু ঃ	৩.৬৭	৪.৪৬	৪.০১	৮.১৩	৮.০৩	২৪.৪১

দ্রষ্টব্যঃ
১) উপরোক্ত তথ্যটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৩৩ নম্বর বিধির অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.yashmandeepak.com) পাওয়া যাবে।এছাড়াও, নিচের কুইক রেসপন্স (ঘঙ) কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে
২) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত 'ইন্ড এএস' আর্থিক ফলাফলগুলি ০৩.১১.২০২৬ তারিখে অডিট কমিটির দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ০৩.১১.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
৩) প্রয়োজনে পরিসংখ্যানগুলিকে পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন করা হয়েছে।

স্থানঃ কানপুর
তারিখঃ ০৩.১১.২০২৬

বোর্ডের পক্ষে ও তাদের হয়ে
যশমান দীপক লিমিটেড
স্বাক্ষরিত-
(দীপক সেহগাল)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(DIN): 00421767

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Water Supply), KMC** invites e-tender for the following work :-
NIT No. : KMC/WS/ARSM/51/2026-27
Name of work : **Repairing of damaged pipe line along with supporting structure of water spout line at Park Circus BPS.** Estimated Cost of the work : **Rs.2,89,681.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **10 Days.** Time and last date of receipt of tender (online) : **14.11.2026 at 2 p.m.** Time and date of opening of tender (online) : **17.11.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.11.2026 - 10 a.m.** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (WS)/CBPS, KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/WS/CBPS/FH/26-27/01/1st Call
Name of work : **Installation of fire Hydrants at Harish Park, Manasatala, Shitola Khola, Saradapally, Panchasayar, Middle Road CBPS & 85-Topsia, C.N.Roy Road HW.** Estimated Cost : **Rs.1,92,443.96.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **16 Days.** Last date of Submission of Bid : **19.11.2026 - 2 p.m.** Tender will be opened on : **21.11.2026 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.11.2026 - 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (WS)/IGWTP/KMC,** invites e-tender for the following works. (Submission of Bid through online).
1. NIET Ref. No. : KMC/IGWTP/088/26-27 Dated 31.10.2026
Name of work : **Renovation of the telescopic type disposal valve and its attached utilities with MS Net cover of the clarifier No.3 under 60 MGD WTP, IGWTP.** Estimated Amount (Including 18% GST & 1% LWC) : **Rs.2,62,948.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **30 Days.**
2. NIET Ref. No. : KMC/IGWTP/089/26-27 Dated 31.10.2026
Name of work : **Sequential re-alignment and commissioning of pump-motor set No.5 at Pressure, Station No.3, IGWTP.** Estimated Amount (Including 18% GST & 1% LWC) : **Rs.2,89,430.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **15 Days.**
3. NIET Ref. No. : KMC/IGWTP/090/26-27 Dated 31.10.2026
Name of work : **Re-commissioning of HTP No.4 including alignment of the pump (Capacity : 1.75 MGH ; Head-15.2 M) and its 6 KV, 460 KW, 10- Pole Driver Motor at Intake Station No.3, IGWTP.** Estimated Amount (Including 18% GST & 1% LWC) : **Rs.2,61,039.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **15 Days.**
4. NIET Ref. No. : KMC/IGWTP/091/26-27 Dated 31.10.2026
Name of work : **Development of the Pucca Settling Tank for maintenance of Healthy & Hygienic Ambiance along the Southern Alignment of Engine House cum Conference Room Building at IGWTP.** Estimated Amount (Including 18% GST & 1% LWC) : **Rs.4,96,022.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Time of Completion : **120 Days.**
5. NIET Ref. No. : KMC/IGWTP/092/26-27 Dated 31.10.2026
Name of work : **Maintenance of the Healthy Ambience within the areas of the C-Type Labour Qtr, IGWTP.** Estimated Amount (Including 18% GST & 1% LWC) : **Rs.2,95,536.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **240 Days.**
6. NIET Ref. No. : KMC/IGWTP/093/26-27 Dated 31.10.2026
Name of work : **Maintenance of the Garden within the area of the Estate maintenance Office at IGWTP.** Estimated Amount (Including 18% GST & 1% LWC) : **Rs.2,96,297.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **15 Days.** Time and last date of receipt of tender (online) : **14.11.2026 at 2 p.m.** Time and date of opening of tender (online) : **17.11.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.11.2026 - 10 a.m.** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (E)/WS/BPS, KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/WS/TPBPS/26-27/02/1st Call
Name of work : **Improvement of reliability by overhauling, servicing and alignment testing of 4 Nos. of 1136 CU.M/HR 42 M Head 987 RPM Pumps including with Epoxy Paint of Suction and Delivery Lines at Telipara BPS.** Estimated Cost : **Rs.2,40,799.07.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**
2. NIT No. : KMC/WS/PBPS/26-27/04/1st Call
Name of work : **Restoration of pumping service of 200 KW 11 KV HT Motor No.1 by Supply Fitting and Fixing of necessary spares at Patuli Booster Pumping Station.** Estimated Cost : **Rs.2,56,109.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**
3. NIT No. : KMC/WS/MBPS/26-27/05/1st Call
Name of work : **Installation and commissioning of close circuit monitoring system for Security Surveillance at Mukundapur BPS.** Estimated Cost : **Rs.2,51,399.10.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Period of Completion : **10 Days.**
4. NIT No. : KMC/WS/PBPS/26-27/05/1st Call
Name of work : **Replacement of 9 Units of 20 HP submersible pump-motor delivery pipe lines from pump terminal to manifold for seamless delivery of Phoolbagan ESR from Patuli BPS.** Estimated Cost : **Rs.3,91,213.27.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **18 Days.** Last date of Submission of Bid : **19.11.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** Tender will be opened on : **21.11.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **04.11.2026 - 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

The **Director General (WS), KMC** invites e-tender for the following works :-
1. NIT No. : WS/RBPS/C/2026-27/01
Name of work : **Development work by construction of RCC Platform for Water Tanker Filling Spot at Ranikuthi BPS.** Estimated Cost of the work : **Rs.4,86,015.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **25 Days.**
2. NIT No. : WS/LBPS/C/2026-27/04
Name of work : **Restoration of damaged roof top of HT and LT control room to prevent the water seepage at Layelka BPS.** Estimated Cost of the work : **Rs.4,85,306.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **25 Days.**
3. NIT No. : WS/BBPS/26-27/05
Name of work : **Restoration of 600 KW and 743 RPM HT Motor Driven VT Pump No.05 by replacement of defective spares at Behala BPS.** Estimated Cost of the work : **Rs.4,90,096.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**
**4. NIT No. : WS/BBPS

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৩০ সংখ্যা, বুধবার্ , ১৭ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

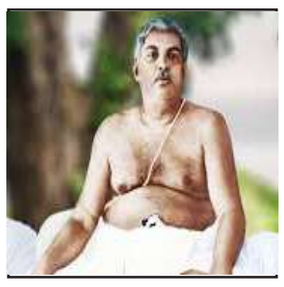
তিব্বতে বাঙালি

সালটা ১৮৮২, মে মাসের এক বিকেলে দুর্গম পথ পেরিয়ে তিব্বতের রাজধানী লাসায় ঘোড়ার পিঠে চেপে পৌঁছাল একটি দল । দলে আছে মালবাহক ও তিব্বতি লামারা, আর আছে লামার পোশাক-পরা লাল পাগড়ি চোখে সানগ্লাস এক ভিনদেশি। ক্লান্তিতে মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ছে সে। চিনে পেস্ট্রির দোকানে জমায়েত হওয়া ভিড়টা তাকে দেখে মন্তব্য করল, 'দেখেছ আবার এক বসন্ত রোগী এসে হাজির হয়েছে। তারা জানেই না লাল পাগড়ি ভিনদেশির সঙ্গে আছে রিভলভার, কম্পাস, সেটস্কোয়ার ও হরেক কাগজ। তিব্বতি ভাষায় সুদক্ষ মানুষটি বিভিন্ন মঠ থেকে খুঁজে পাওয়া পুঁথি অনুবাদ করে নিয়ে যাবেন তার দেশে। তিব্বতি সংস্কৃতি ও জনজীবনে আগ্রহী এই বাবুটি আরো একটি কাজ করছেন। চলার পথে প্রতিটি পাহাড়, নদীনালা ও ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কাগজে লিখে নিয়েছেন, লাসায় আসার পথে চুম্বি উপত্যকা, 'ইয়ামদ্রোক সো' হ্রদে ঝটিতি জরিপ করেছেন। টুকে নিয়েছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এলাকার হরেক পাহাড় ও পথের পরিচয়। সেগুলি ভারত সরকারের দফতরে গোপনে বাক্সবন্দি হবে। পরে বৃটিশ সেনাপতি ইয়ংহাজব্যান্ড এই তথ্যের ওপর নির্ভর করেই তিব্বত দখলের অভিযানে বেরুবেন। ভিনদেশি ছিলেন এক বঙ্গসন্তান শরৎচন্দ্র দাস। তাঁর পরিচয় নিয়ে কয়েক বছর পরেও তিব্বতে ঘোর ধোঁয়াশা। যে তিব্বতি লামারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, সকলকেই পরবর্তী কালে এক ধার থেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। শরৎচন্দ্র দাস কি ছিলেন পণ্ডিত? দুর্গম পথের অভিযাত্রী? না কি এক গুপ্তচর? লাসা সফরের তিন বছর পর এই রহস্যময় চরিত্রটিকে দেখা গেল চিনের রাজধানী পিকিং শহরে। সেখানে বাণিজ্যের খোঁজে আসা তিব্বতিরা তাঁকে 'কা চে লামা' বা কাশ্মীরের লামা বলে ডাকেন। শরৎচন্দ্র দাসের সঙ্গে অবশ্য কাশ্মীরের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি এসেছেন কোলম্যান মেকলে নামে এক ব্রিটিশ কূটনীতিককে সাহায্য করতে। কোলম্যান লাসা শহরে ব্রিটিশ দূতাবাস খুলতে যাবেন, পিকিং শহরে তাই ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন। চিনের রাজধানীতে বাঙালি শরৎচন্দ্র দাস এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সাহায্যকারী। দূতাবাস খোলা আর হয়নি। কিন্তু শরৎচন্দ্র দাসের পরিশ্রমী তথ্য থেকে ব্রিটিশরা এ ভাবেই নানা সাহায্য পেয়েছে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' ও 'অর্ডার অব ইন্ডিয়ান এম্পায়ার'-এ ভূষিত করেছে। হিমালয়ের খুঁটিনাটি অজানা ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য সম্মানিত করেছে লন্ডনের রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটি। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই গুপ্তচরের লেখালিখি খুলে দিয়েছে তিব্বত ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার নতুন দিগন্ত। নিজেই তৈরি করেছেন তিব্বতি-ইংরেজি ভাষার অভিধান। থাইল্যান্ডে গিয়েছেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার জন্য খেতাব দিয়েছেন সেখানকার রাজা। মৃত্যুর দু'বছর আগেও বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সংস্কৃতি ঘাঁটতে কয়েক মাসের জন্য পাড়ি দিয়েছেন জাপান। উনিশ শতকেই তিব্বতচর্চার জন্য সারা পৃথিবীর কুর্নিশ আদায় করে নিয়েছেন এই বাঙালি। এই পণ্ডিত গুপ্তচর আদতে চট্টগ্রামের আলমপুর গ্রামের লোক।

পরিচালক ঋতুপর্ণ

সালটা ১৯৯২ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের হীরের আংটিকে ঝুলিতে নিয়ে চলচ্চিত্র জগতে এলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। তার ইচ্ছে ছিল সত্যজিৎ রায়কে সিনেমাটি দেখানোর, এরকম genre এর সিনেমা এর আগে সত্যজিৎ ছাড়া বাংলায় কেউ খুব একটা করেননি। তাই সাহস করে বলা বাহুল্য দুঃসাহসী হয়েই এরকম genre কে বেছে গতের বাইরে যেতে চাইলেন ঋতু। কিন্তু সেভাবে বিষয়টা ওয়ার্ক আউট করল না। সত্যজিৎ ও চলে গেলেন, সিনেমা টাও খুব একটা হিট করলো না। হয়তো এটা দর্শকদের সমস্যা, নতুন কিছুকে গ্রহণ করতে একটু দ্বিধা করি আমরাই। আর সত্যজিৎ রায়ের ব্যাপারটা নিয়ে ঋতু লিখলেন,হয়তো আমার সৌভাগ্য ছিল, মানিক বাবু সিনেমাটা দেখে কীভাবে নিতেন তা ভালো করেই বুঝে ছিলাম। এরপর ১৯৯৪ এ দেবশ্রী রায়, অপর্ণা সেনকে চরিত্র বানিয়ে ফেললেন উনিশে এপ্রিলের মতো অসাধারণ একটা ছবি। শুধু গল্প কিংবা অভিনয়ই নয় টেকিনিক্যালি এরকম সিনেমা সেইসময় অন্য কোনো কল্পনা করেছে টালিগঞ্জে। কিন্তু এখানে ব্যক্তি ঋতুপর্ণের মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার ও একটা দিক প্রকাশ পায়। শোনা যায় যখন উনিশে এপ্রিলের পোস্ট প্রোডাকশনের কাজে ঋতু ব্যস্ত তখন নিজেদের বিবাহ বিচ্ছেদের কথা প্রথম তাকে শোনান দেবশ্রী রায়। ঋতুপর্ণ প্রসেনজিৎ কে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। কতটা কাছের লোক হলে এরকম একটা খবর আত্মীয়দের না জানিয়ে একজনকে জানিয়ে ফোনের অন্য প্রান্তে অঝরে কাঁদা যায়! এরপর ঋতুপর্ণর আর পিছন ফিরে তাকায় নি, একাধিক জাতীয় পুরস্কার, বিভিন্ন খন্দ্রখন্ত্ব একের পর এক আসতেই থাকে সেই ঝুলিতে, যেই ঝুলিতে একদিন হীরের আংটি নিয়ে ঢুকেছিলেন ঋতু। কিন্তু বিতর্ক পিছু ছাড়লো না। তার ছবি নিয়ে কিছু নিম্ন শ্রেণীর লোক বিদ্রুপ করতে থাকলো। নিজের ছবি নিয়ে ব্রাত্য বসুকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ঋতু বললেন, সেটা করলে আমার আপত্তি নেই কিন্তু কিছু মানুষ আমাকে নিয়ে যেটা করে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। এরপর চোখের বালিতে ঐশ্বর্য রাই এর সঙ্গে করে অন্তরমহলের কিছু দৃশ্য এবং আবহমানের গল্প নিয়েও শোরগোল পড়ে যায়। কিন্তু ঋতু থেমে থাকেননি। তার সমালোচকদের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছেন জবাব। নিজে কোনো দিন কোলকাতা ছাড়েননি। কিন্তু তার সাথে কাজ করতে অমিতাভ বচ্চন এর মতো অভিনেতারা ও কলকাতায় এসেছেন। নিজে কতটা ধীর এবং স্থির আত্মবিশ্বাসী ছিলেন সেটা বোঝাতে তিনি এক জায়গায় লিখছেন এক ট্র্যাজেডির কথা। চিত্রাঙ্গদার শ্যুটিংয়ে ছবি করতে গিয়ে শেষ হন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃ ভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন।

ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়।

সাধক রামপ্রসাদ



সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ সব সময়ে মাকে ডাকতেন। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মায়ের পুজো করতেন সাধক রামপ্রসাদ। তিনি ভক্তি দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। তিনি বলেছেন, পুজো করেও মায়ের নাম করা যেমন যায় ঠিক তেমনি গান গেয়ে গান রচনা করে মা শ্যামার ভক্তি প্রকাশ করা সম্ভব। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হন না। মা শ্যামা ওপরে ভরসা করতে হবে। তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে। মা মা বলে ডাকতে হবে। মা বলে ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যেতে হবে। তবেই মা শ্যামা দেখা দেন।

সাহিত্যের 'বিরুপাক্ষ' বীরেন্দ্রকৃষ্ণ

চিত্তজিৎ দত্ত

সাহিত্যিক, বেতার সম্প্রচারক, অভিনেতা, নাট্যকার এবং নাট্য পরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র - বিরূপাক্ষ পরলোকমগন করেন ৩ নভেম্বর, ১৯৯১)। ১৯৭৬ সাল। আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন চিরাচরিত 'মহিষাসুরমর্দিনী' বীরেন্দ্রকৃষ্ণর বদলে উত্তমকুমারকে দিয়ে করাবেন। তাঁদের গোপন বৈঠকে বাদ পড়লেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এই নতুন উদ্যোগ ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তিনি। পরিবর্তিত 'মহিষাসুরমর্দিনী'র স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। ভদ্রলোক ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধান। নির্দিষ্ট দিনে রেডিয়োয় বাজল নতুন অনুষ্ঠান 'দেবীং দুর্গতিহারিণীম্'। এবং চূড়ান্ত অসফল। সমালোচনার ঝড় উঠল। বেতার অফিস ভাঙচুর হল। অফিসের সামনে লোকে গালি গালাজ করতে লাগল। অনেকের এমনও মনে হয়েছিল যে মহালয়ার পুণ্য প্রভাত কলুষিত হল! এ বার বুঝি অমঙ্গল কিছু ঘটবে!

সম্প্রচারের দিন খাটে বসে ছেলের সঙ্গে মন দিয়ে তিনি শুনেছিলেন উত্তমকুমারের মহালয়া। সবটা শোনার পরে নাকি শুধু এটুকুই বলেছিলেন, লোকে যদি নেয় নিক। বহু মানুষের চাহিদায় সে বছরই ষষ্ঠীর দিন আবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণর মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচার করা হয়। আশ্চর্যের কথা হল, এই সম্প্রচার হবে শুনে অভিমান, ক্ষোভ সব ভুলে তিনি কাজে নেমে পড়ে ছিলেন।

পঙ্কজকুমার মল্লিক ও কাজী নজরুল ইসলামের সমসাময়িক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ১৯৩০-এর দশক থেকে সুদীর্ঘকাল অল ইন্ডিয়া রেডিওয় বেতার সম্প্রচারকের কাজ করেছেন। এই সময় তিনি একাধিক নাটক রচনা ও প্রযোজনাও করেন। ১৯২৮-এ ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের সদর দফতরে যোগ দিয়েছিলেন বীরেনদা, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকত ১ নম্বর গার্স্টিন প্লেসের বেতার কেন্দ্রে। চাকরি তো করতেন, কিন্তু যেই না দুপুর গড়াল, টিফিনের সময় বা বিকেলে ছুটির পরে, বাবু পৌঁছে যেতেন রেডিয়োর বন্ধু-আড্ডায়। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়।

ইতিমধ্যে ১৯২৭ সালে ডালহৌসির গাস্টিন প্লেসে বোম্বাই-এর ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি একটি বেতারকেন্দ্র স্থাপন করে। স্টেশন ডিরেক্টর তখন নৃপেন মজুমদার। তাঁর ডাকেই ১৯২৮-এ বীরেনদা রেডিয়োয় সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগ দিলেন। তার পর থেকে কী না করেছেন রেডিয়োর জন্য। তাঁকে ভার দেওয়া হল সাহিত্য, নাটক, মহিলা মজলিশ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের। প্রথমবারেই তাঁর পরিচালনায় নাটকে অভিনয় করলেন বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিক, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৮-এর ২৬ অগস্ট বেতারে সম্প্রচার হল 'চিকিৎসা সংকট' (রচনা পরশুরাম)। তবে ১৯৪৩ সালে একটি বিশেষ কারণে শুধু সম্মানের প্রশ্নে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। কিন্তু বেতার তাঁকে ছাড়েনি। তৎকালীন স্টেশন অধিকর্তা জানতেন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ



সেই সময় জনপ্রিয়তম শিল্পী। নির্দিষ্ট কালের জন্য তিনি সসম্মানে রয়ে গেলেন চুক্তির ভিত্তিতে উচ্চ বেতনে। সেই ১৯৪৩ থেকে যত দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন, বেতারকে উপহার দিয়েছেন অসংখ্য স্মরণীয় নাটক। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৃহপ্রবেশ, 'সাজাহান', 'প্রফুল্ল', 'সীতারাম' উল্লেখযোগ্য। অনেকেই মনে করেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ডি এল রায়ের নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত'। তাঁকে বলা হত রেডিও নাটকের জণক। তেমনই সে যুগের রঙ্গমঞ্চের প্রখ্যাত শিল্পীদের টেনে এনেছিলেন তিনি বেতারে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ। এ সবের পাশাপাশি বেতারে তিনি নানা ধরনের অনুষ্ঠান করেছেন।

নলিনীকান্ত সরকার বলছেন, তবর্ষাকাল। বৃষ্টির জন্য বাড়ি থেকে বেতারের কেউই বেরোতে পারেনি। সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টির তোড় আরও বাড়ল। রেডিয়োটা চালালাম। বীরেন্দ্র ভদ্রের কণ্ঠে ঘোষণা। বললেন, 'এ বার একটু পিয়ানো শুনুন'। বুঝতে পারলাম, প্রথম আর্টিস্ট আসেননি। পিয়ানো বাজিয়ে অভাব পূরণ করলেন বীরেন্দ্র ভদ্র। দ্বিতীয় আর্টিস্টও অনুপস্থিত। বীরেন্দ্র ভদ্র ঘোষণা করলেন এ বার রবীন্দ্রসঙ্গীত। বাহুল্য এ বার গায়কও বীরেন্দ্র ভদ্র।

আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। নৃপেন মজুমদার মশাই জামাই ষষ্ঠীর দিনে অভিনয় করার জন্য এক ভদ্রলোককে একটি প্রহসন লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। 'আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি' করে প্রায় দিন পনেরো পেরিয়ে গেল। নাটক আর লেখা হয় না। এ দিকে জামাইষষ্ঠী এসে পড়ল বলে। শেষমেশ ঠিক আগের দিন, বীরেনদা প্রহসনটি লিখতে বসেন। মাত্র একদিনে একটি বই শুধু লিখে ফেলেননি তিনি, যেদিন সন্ধ্যায় নাটকটি অভিনীত হবে সেদিন চার-পাঁচটি গান লিখে, নিজে সুর দিয়ে কুশীলবদের শিখিয়েও দিয়েছিলেন। নাটকটির নাম ছিল 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'। যার প্রশংসা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে।

১৯২৯ সাল। রেডিয়োর প্রথা ভেঙে একেবারে অন্য রাস্তায় হাঁটলেন বীরেনদা। মহিলাদের জন্য 'মহিলা মজলিস' আরম্ভ করেছিলেন 'মেঘদূত' ছদ্মনামে। পরে যদিও তিনি 'শ্রীবিষ্ণুশর্মা' ছদ্মনামে অনুষ্ঠান প্রচার করেন। বীরেনদা এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। শ্রোতাদের চিঠিপত্র পড়ে শোনাতেন। পিয়ানো বাজাতেন। মহিলাদের মতামত চাওয়া হলেও বলে দেওয়া হত, মহিলারা যেন ব্যক্তিগত কথা জানিয়ে পত্র না লেখেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে এই অনুষ্ঠান নিয়ে বিতর্ক ওঠে। মহিলাদের কী করা উচিত, বলা উচিত তা বিষ্ণুশর্মা কেন ঠিক করে দেবেন? বহু লোক সে সময় রেডিয়ো স্টেশনে এসে বিষ্ণুশর্মাকে দেখতে চাইতেন। কিন্তু বিষ্ণুশর্মারূপী বীরেন্দ্র ভদ্র আগ্রহী শ্রোতাদের কাছে অধরাই ছিলেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ একাধিক ধ্রুপদি কাহিনিকে বেতার নাট্যের রূপ দেন। ১৯৩০-এর দশকে তিনি যোগ দেন অল ইন্ডিয়া রেডিওয়। এই সময় থেকেই দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেবী দুর্গার পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে দুই ঘণ্টার সঙ্গীতালেখ্য মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। এই অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা করেছিলেন বাণীকুমার এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভাষ্য ও শ্লোকপাঠ করেন। আজও দুর্গাপূজা শুরু হয় এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মেস নং ৪৯ সহ একাধিক নাটক রচনা করেন। বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলাম উপন্যাসটিকে তিনি মঞ্চায়িত করেছিলেন। ১৯৫২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুবর্ণ গোলক গল্পটিকে তিনি নাট্যায়িত করেন। জন্ম ঃ উত্তর কলকাতায় মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন রায়বাহাদুর কালীকৃষ্ণ ভদ্র ও মা ছিলেন সরলাবালা দেবী। পরবর্তী কালে ঠাকুমা যোগমায়া দেবীর কেনা রামধন মিত্র লেনে উঠে আসেন তাঁর পরিবারবর্গ। কালীকৃষ্ণ ভদ্র ছিলেন বহুভাষাবিদ। তিনি ১৪টি ভাষা জানতেন। নিম্ন আদালতে দোভাষীর কাজ করতেন তিনি। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের জগতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক পরিচিত ব্যক্তিত্ব। ঠাকুমা যোগমায়া দেবীর কাছেই বীরেনদার সংস্কৃত শিক্ষা। সেখান থেকেই বোধহয় 'চণ্ডীপাঠ'-এ মন গিয়েছিল বীরেনদার। স্মৃতি এতই প্রখর ছিল যে আট বছর বয়সে চণ্ডীপাঠ করে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন।

ঠাকুমাই শেক্সপিয়ার আর গিরিশচন্দ্রর নাটক পড়ে পড়ে শোনাতেন ছোট্ট বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে। ১৯২৮ সালে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে চলেছিল কম্বুলিয়াটোলায় 'চিত্রা সংসদ' ও সাহিত্যিসাধক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত 'অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার'-এ গানবাজনা ও অভিনয় চর্চা।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ১৯২৬ সালে ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯২৮ সালে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হন। রচনাবলি হিতোপদেশ, ১৯৪৮, বিশ্বরূপ-দর্শন, ১৯৬৩, রানা-বেরানা, ১৯৬৫, ব্রতকথা সমগ্র, ১৯৮৫, শ্রীমদ্ভাগবতঞ্চ সম্পূর্ণ দ্বাদশ স্কন্দ, উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীর সঙ্গে, ১৯৯০ নাটক ঃ ব্ল্যাকআউট, সাত তুলসী, ১৯৪০। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বিরুপাক্ষ বলে সাহিত্য জগতে পরিচিত ছিলেন। কে বিরুপাক্ষ তা কিন্তু অধিকাংশ পাঠকেরা জানতো না। তবে বিরুপাক্ষ পাঠকদের দেশ আনন্দ দান করে গিয়েছিলেন। তিনি আবার কাউকে নিরাশ করতেন না। সবাই যাতে হাসি এবং খুশিতে থাকে সেটাই করার চেষ্টা করতেন। রেডিও শিল্পী হিসাবে তিনি খুব নাম করেন।

'নেশন' নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যা ভাবতেন তা লিখেছেন

অভিজিৎ ব্যানার্জি

ইদানীং 'ভারত-ভারত' ডাক নানাক্ষেত্রে প্রবল হয়ে উঠছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যের নামে নেশনবাজরা সরব হয়ে উঠছেন। ভিন্নস্বর, রুচি ও অভ্যেসের ওপর নানা কায়দায় ফতোয়া জারি করা হচ্ছে। এই দমবন্ধ পর্বে অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করছেন। আজ থেকে একশো বছর আগে প্রকাশিত তাঁর ইংরাজি বক্তৃতা নিবন্ধ 'ন্যাশনালিজম'কে সামনে রেখে নেশনের গলাবাজিকে প্রতিহত করতে চাইছেন তাঁরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ন্যাশনালিজমের বক্তৃতামালায় নেশন বলতে বুঝিয়েছিলেন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডনির্ভর একটি সংগঠনকে। এই সংগঠন নিজেদের 'রাজনৈতিক' ও 'অর্থনৈতিক' স্বার্থসিদ্ধির জন্য যা খুশি তা-ই করতে পারে; নিজের দেশের ভিন্নমতের মানুষদের চুপ করিয়ে দিতে পারে, অন্য দেশ অধিকার করার জন্য লাফিয়ে পড়তে পারে। এ জন্য নেশন বাজেরা নানা কৃত্রিম উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের 'মতের ঐক্য' গড়ে তোলেন। মতের ঐক্য গড়ে তোলার নানা কায়দা কানুন। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে 'বিদেশি প্রজাদের চাপে' রাখার 'রাজ নীতি' সম্বন্ধে উত্তরকূটের সবাইকে সহমত করে তোলার জন্য পড়ানো-শেখানো হয়েছিল 'ওদের (শিবতরাইয়ের লোক দের) ধর্ম খুব খারাপ'। ১৯২২- এর নাটকে লেখা কায়দাটা ২০১৭-তেও কেমন চেনা চেনা লাগে। রবীন্দ্রনাথ এই লোভী বিভেদকামী অমানবিক নেশনের বিরোধী ছিলেন।

অন্য রকম এক সংগঠনের কথা ভেবেছিলেন তিনি, তার নাম 'সমাজ'। নেশনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভিন্নস্বরকে চেপে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সমাজে এমনটি হবে না, ব্যক্তিমানুষ নিজের মত সেখানে প্রকাশ করতে পারবেন। নানা ভিন্নমতের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মানুষের ভাল-র কথা ভেবে সমাজে মানুষ সহমত হবেন। এই সামাজিকতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষ তাঁর স্বদেশকে অর্জন করবেন।

মানুষের ভাল বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝতেন? সোজাসাপটা ভাষায় লিখলে, তিনি মনে করতেন, অপরিসীম ভোগের জন্য মানুষ ইচ্ছে মতো আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে চাইলে তা ঘোরতর অন্যায়। প্রয়োজনে মানুষ অবশ্যই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করবে, রবীন্দ্রনাথ সেটা মনে করতেন। তিনি বিজ্ঞানবিমুখ ছিলেন না। নিজের ছেলেকে কৃষিবিজ্ঞান পড়তে পাঠিয়েছিলেন কবি; তাঁর বিশ্বাস ছিল, কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষি বিজ্ঞানের প্রয়োজন। মানুষের অপরিসীম ভোগের চাহিদাকে দমন করার জন্য ধনীর সম্পদ হরণ করে সবাইকে সমান করে দেওয়া হবে এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি। ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকার তিনি স্বীকার করেছিলেন। একই সঙ্গে খেয়াল করিয়ে দিয়েছিলেন, সম্পদ শালী মানুষের সামাজিক দায়িত্ব অনেক বেশি। অপরের সঙ্গে অর্থনৈতিক দূরত্ব কমানোর জন্য সম্পদশালী মানুষ তাঁর অর্থ সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যয় করবেন। এবং রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, কোনও কারণেই ব্যক্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট করা যাবে না। মানুষের ভাল করার জন্য এই নীতিগুলি অনুসরণ করে কাজ করতে হবে। আর কাজের জন্য চাই প্রয়োজনমাফিক শিক্ষা। ব্যক্তি মানুষ সামাজিক পরিসরে কাজ কর্মের মাধ্যমে স্বদেশকে নিজের বলে জানতে চিনতে শিখবেন। বাইরে থেকে নানা অনুঘটকের মাধ্যমে নেশনের কল্পনা উসকে দেওয়া হয়, স্বদেশের কল্পনা এমন উসকে দেওয়া হবে না। রবীন্দ্র নাথের এই পরিকল্পনা নিছক কথার কথা ছিল না। তিনি তাঁর বিশ্ব ভারতীকে কেন্দ্র করে এমনই এক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে চেয়ে ছিলেন। শান্তিনিকেতনে কেবল পড়াশোনার জন্য বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়নি, শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে পল্লি পুনর্গঠনের কাজ করা হয়েছিল।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, এই পরিকল্পনা বাস্তবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োগ সম্ভব? আর তা ছাড়া, তিনি নেশনের যে রূপ দেখে ছিলেন নেশন কি শুধু তা-ই? তার কি নানা চেহারা হতে পারে না? রবীন্দ্রনাথের সমাজের ধারণা ছোটখাটো পরিসরে কিছু মানুষের মধ্যে খানিকটা কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু বহুসংখ্যক মানুষের দেশে এমন কর্মকাণ্ড বৃহৎ পরিসরে কি আদৌ গড়ে তোলা সম্ভব? তা যদি না যায় তা হলে কবির এই 'সমাজ' 'স্বদেশ' ইত্যাদি ভাবনাকে এ কালের পক্ষে অচল বলে বর্জন করাই ভাল। সমাজ-স্বদেশ ইত্যাদির কথা বলে আজ আর নেশনের বিজয় রথকে আটকানো যাবে না। অন্য রকম নেশনের কথা ভাবতে হবে।

হক কথা। রবীন্দ্রনাথ নেশনের উল্টো দিকে যে 'সমাজ' ও 'স্বদেশ'-এর পরিকল্পনা করেছিলেন

মা কালীর রং কালো কেন হয়

কৌশিক দাস

দেবী কালীর গায়ের রং কেন কালো হয়। দেবী কালীর গাত্রবর্ণ কালো কেন? শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই কালো রং কেবল দেবীর বাহ্যিক রূপের বর্ণনা নয়, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে গভীর তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ব্যঞ্জনা। 'কালো' অর্থ এখানে শুধু কৃষ্ণবর্ণ নয়; বরং এমন এক অনন্ত সত্তা, যার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি বিলীন হয় এবং যাঁর থেকেই পুনরায় সৃষ্টির প্রকাশ ঘটে। মহাকাল যাঁর অধীন, তিনিই মহাকালী। তাই তাঁর কৃষ্ণবর্ণ অসীমতা, অনন্তত্ব এবং নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য-এর সপ্তম অধ্যায়ে এই রূপের প্রত্যক্ষ শাস্ত্রীয় বর্ণনা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে; দেবীর মুখ ক্রোধে মসীর মতো কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল এবং তাঁর ললাট থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন ভয়ংকরী কালী।

সুতরাং, মা কালীর কালো রূপ অশুভ বা অন্ধকারের প্রতীক নয়; বরং সমস্ত বর্ণ, রূপ ও সীমার অতীত পরম শক্তির এক অনন্ত প্রকাশ। তিনি কালকে ধারণ করেন, আবার কালকেও অতিক্রম করেন। তাই তিনি কালী;তিনি কৃষ্ণবর্ণা, অথচ তাঁর মধ্যেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়। হিন্দু ধর্মদর্শন ও পৌরাণিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী দেবী কালীর গায়ের রং কালো (বা নীলচে-কালো) হওয়ার পেছনে একাধিক গভীর তাৎপর্য রয়েছে ঃ অনন্ত মহাকাশ ও শূন্যতার প্রতীকঃ কালো রঙ সমস্ত রঙের উৎস এবং বিলীন হওয়ার স্থান। অনন্ত মহাকাশ বা ব্রহ্মাণ্ড যেমন কৃষ্ণবর্ণের, দেবী কালীও ঠিক তেমনি অনন্ত এবং রূপাতীত সবকিছু শোষণ করার ক্ষমতাত্ম যেভাবে কালো রঙ সমস্ত আলো ও রংকে নিজের মধ্যে শুষে নেয়, তেমনি মা কালীও সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত সমস্ত জগত, অবিদ্যা, পাপ, দুঃখ এবং ভয়কে নিজের মধ্যে টেনে নেন। নির্গণ বা রূপহীন সত্তাত্ম সংস্কৃতে কালো রং 'নির্গণ' (গুণ বা আকারহীন)-এর প্রতীক, যা নির্দেশ করে যে দেবী রূপ ও গুণের সীমার বাইরে এক পরম সত্য। দূরত্ব ও অনুভূতির ব্যাখ্যাত্ম রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতে, আকাশ বা সমুদ্র যেমন দূর থেকে নীল বা কালো দেখায়, কাছে গেলে তার কোনো নির্দিষ্ট রং থাকে না। ঠিক তেমনই দূর থেকে দেবীকে কালো মনে হলেও, সাধকের অন্তরে বা কাছের অনুভবে তিনি প্রকাশমান আলো।

দিল্লিতে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামের, কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন জানালেন প্রাক্তন বিধায়ক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩ নভেম্বর ঃ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর ক্ষমতার পালাবদল হতেই একদা কংগ্রেসের 'গড়' হিসেবে পরিচিত মুর্শিদাবাদ জেলায়



গত কয়েক মাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে প্রচুর নেতা-কর্মী ইতিমধ্যে অধীর চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। জেলায় শক্তি বাড়াচ্ছে কংগ্রেস দল। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা এবং রাণীনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী হয়েছেন যথাক্রমে মোহতাব শেখ এবং জুলফিকার আলী। কালীপুজোর শেষ হলেই এবার আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছেন ফরাক্কার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। দুর্গাপুজোর আগেই মনিরুল ইসলামের কংগ্রেসের যোগদান করার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে এই যোগদান পিছিয়ে যায়। তবে সোমবার দিল্লিতে জাতীয় কংগ্রেসের সংখ্যালঘু মোর্চার সর্বভারতীয় চেয়ারম্যান ইমরান প্রতাপগড়ীর সঙ্গে মনিরুল ইসলামের সাক্ষাতের পর তাঁর কংগ্রেসের দ্রুত যোগদানের সম্ভাবনা জোরদার হয়েছে। প্রসঙ্গত, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মইনুল হককে পরাজিত করে তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন মনিরুল ইসলাম। ২০২৬ বিধানসভার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস মনিরুলকে প্রার্থী না করায় তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর - এর কারণে মোহতাব শেখের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায়। সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার পর জরুরি ভিত্তিতে ট্রাইবুনালে শুনানির পর একেবারে শেষ মুহূর্তে তাঁর নাম ভোটার তালিকায় ওঠে। মোহতাবের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে কিনা এই নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় একসময় মনিরুল ইসলামের নাম ফরাক্কা কেন্দ্রে কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে ছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে মোহতাব শেখের নাম ভোটার তালিকায় উঠে যাওয়ায় মনিরুল ফরাক্কা কেন্দ্রে কংগ্রেসের টিকিট পাননি। যদিও এরপর থেকে কংগ্রেসের ফেরার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছিলেন মনিরুল ইসলাম। ইতিমধ্যেই তিনি দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একাধিক নেতার সঙ্গে দেখাও করেছেন। তবে মনিরুল ইসলামের প্রথম থেকেই শর্ত ছিল তিনি প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে ফিরবেন না। তিনি সর্বভারতীয় কোনো কংগ্রেস নেতা অথবা বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের হাত ধরে কংগ্রেসে যোগদান করতে ইচ্ছুক ছিলেন। সূত্রের খবর, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের ইচ্ছাকের সম্মান দিয়ে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছে কালীপুজোর পরেই তাঁকে কংগ্রেস দলে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করানো হবে। মনিরুল ইসলাম বলেন, তৃণমূলের বিধায়ক হিসেবে আমি দলের কাছ থেকে যোগ্য সম্মান পাইনি। তৃণমূল দলের বিধায়ক হিসেবে আমি ফরাক্কার উন্নয়নের জন্য সব রকম চেষ্টা করেছি অথচ কোনো কারণ ছাড়াই ২০২৬-এর বিধানসভার নির্বাচনে আমাকে তৃণমূল কংগ্রেস টিকিট দেয়নি। তিনি বলেন, এসআইআর -এর প্রতিবাদে এবং বৈধ ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে যে ইস্যুতে দিল্লিতে কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করেছে বিবেকের টানে আমি সেই আন্দোলনে শামিল হয়েছে। সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার পর আমার সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের সংখ্যালঘু মোর্চার সর্বভারতীয় চেয়ারম্যান তথা দলের রাজ্যসভার সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ীর 'সৌজন্যমূলক' সাক্ষাৎ হয়েছে। এর পাশাপাশি কংগ্রেসের আরো একাধিক সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আমার দেখা এবং কথা হয়েছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই দীপাবলি এবং কালীপুজো। উৎসব শেষ হলেই আনুষ্ঠানিকভাবে আমি কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছি। সূত্রের খবর, ফরাক্কার বর্তমান কংগ্রেস বিধায়ক মোহতাব শেখ মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনীতিতে অধীর চৌধুরীর অনুগামী হিসেবে পরিচিত। তাই অধীরের হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দিলে জেলার রাজনীতিতে উপযুক্ত গুরুত্ব নাও পেতে পারেন মনিরুল। এই আশঙ্কা থেকেই প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম কংগ্রেসের কোনো সর্বভারতীয় নেতা অথবা প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও মনিরুলের এই পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছুই জানা নেই বলে জানিয়েছেন রাণীনগরের কংগ্রেস বিধায়ক জুলফিকার আলী। তিনি বলেন, অনেকদিন ধরেই শুনছি উনি কংগ্রেসে যোগ দেবেন। যদি দিল্লি বা প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে কংগ্রেসে গ্রহণ করেন আমাদের কিছুই বলার থাকতে পারে না।

মালদায় চালু হল অস্থায়ী গ্রিন বাজি বাজার, ৫৪টি স্টলে পরিবেশবান্ধব বাজি বিক্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩ নভেম্বরঃ জেলা প্রশাসনের নির্দেশনায় এবং মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্সের ব্যবস্থাপনায় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল অস্থায়ী 'মালদা গ্রিন বাজি বাজার'। মঙ্গলবার মালদা শহরের এগ্রিকালচার ফার্ম ময়দানে ফিতে কেটে এই বাজি বাজারের উদ্বোধন করেন প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে বাজারে শুধুমাত্র পরিবেশবান্ধব বাজি বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা রেঞ্জের ডিআইজি অঞ্জলি সিং, বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান অম্লান ভাদুড়ি, জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর, পুলিশ সুপার অনুপম সিং, ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমালা আগরওয়ালা এবং মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি অসিত কুমার সাহা, সহ-সভাপতি কমলেশ বিহানি ও সম্পাদক উত্তম বসাক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক ও ব্যবসায়ীরা। চেম্বার সূত্রে জানা গেছে, এবছর এই অস্থায়ী বাজি বাজারে মোট ৫৪টি স্টল খোলা হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি স্টলে মহিলা ব্যবসায়ীরা বাজি বিক্রি করছেন। আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত এই বাজার চালু থাকবে। উসবের মরশুমে নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাজি কেনাবেচার সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। প্রশাসনিক নির্দেশিকা মেনে বাজার পরিচালনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

গরু পাচার, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশে গরু পাচারের অভিযোগে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের সীমান্তবর্তী রায়চক বোলতলা গ্রাম থেকে দুই যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার ভোর রাতে বিএসএফ ও জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশের যৌথ অভিযানে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম ইমদাদুল শেখ ওরফে এমজা এবং মতি শেখ। দু'জনেরই বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়চক বোলতলা এলাকায়। মঙ্গলবার ধৃতদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই দুই যুবক সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি মাদকদ্রব্য পাচারেও তাঁদের যোগ রয়েছে বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের। তাঁদের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল বিএসএফ ও পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার ভোর রাতে যৌথ অভিযান চালিয়ে বাড়ি থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। যদিও ধৃতদের পরিবারের সদস্যদের দাবি, তাঁরা পেশায় রাজমিস্ত্রি এবং এই ধরনের কোনও বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। পুলিশের পক্ষ থেকে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

নবদ্বীপের হোটেল-রেস্তোরাঁয় ফুড সেফটির হানা, পচা খাবার ও পোড়া তেলের হদিস, বন্ধের নির্দেশ দুই প্রতিষ্ঠানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ৩ নভেম্বর ঃ সামনেই নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব। এই উৎসব দেখতে দেশ-বিদেশের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে



লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় নবদ্বীপে। উৎসবের মরশুমে শহরে আসা পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের খাবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবার হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলিতে কড়া নজরদারি শুরু করল ফুড সেফটি দপ্তর। মঙ্গলবার দুপুরে শহরের বিভিন্ন হোটেল ও খাবারের দোকানে অভিযান চালিয়ে পচা খাবার, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী এবং পোড়া তেলের সন্ধান পেলেন দপ্তরের আধিকারিকরা। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও একাধিক গাফিলতির অভিযোগে দুটি প্রতিষ্ঠানকে সাত দিন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ১২টা নাগাদ মণিপুর মোড় এলাকার একটি হোটেল থেকে অভিযান শুরু হয়। সেখানে একাধিক অসঙ্গতি নজরে আসায় কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দেওয়া হয়। এরপর পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে রান্নাঘরের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ-সহ একাধিক সমস্যা দেখতে পান আধিকারিকরা। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওই রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশের আরও একটি খাবারের দোকানেও অনিয়ম ধরা পড়ায় নোটিশ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে মণিপুর এলাকার অন্য একটি হোটেলে অভিযান চালিয়েও একই ধরনের সমস্যা সামনে আসে। সেখানেও বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে নোটিশ জারি করা হয়। অভিযান শেষে ফুড সেফটি দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, এদিন মোট চার থেকে পাঁচটি হোটেল ও খাবারের দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের রান্নাঘরের অবস্থা এতটাই অপরিচ্ছন্ন ছিল যে সেখানে খাবার তৈরি করা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। কোথাও পচা খাবার, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী এবং পোড়া তেল পাওয়া গিয়েছে। ওই সমস্ত সামগ্রী বাতিল করানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাত দিনের সময়সীমা দিয়ে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। তারপর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। তিনি আরও জানান, দুটি প্রতিষ্ঠানকে আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি বড় রেস্তোরাঁর খাদ্য সুরক্ষা লাইসেন্সের মেয়াদও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বলে অভিযানে নজরে এসেছে। সেই প্রতিষ্ঠানকেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নবদ্বীপে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও নিয়মিত চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, বন্ধ রাখার নির্দেশ পাওয়া একটি রেস্তোরাঁর মালিকের দাবি, প্রায় কুড়ি বছর ধরে তাঁরা এই ব্যবসা চালাচ্ছেন। বর্তমানে সেখানে ১০ জন কর্মী রয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, মূলত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবের কথা জানিয়ে তাঁকে সাত দিন রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। তবে তাঁর দাবি, কোনও মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার পাওয়া যায়নি এবং খাবার বা অন্য কোনও সামগ্রী বাজেয়াপ্তও করা হয়নি। রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপে যখন বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগমের প্রস্তুতি চলছে, তখন খাবারের গুণমান ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ফুড সেফটি দপ্তরের এই অভিযান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উৎসবের দিনগুলিতে শহরের হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলিতে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের এই নজরদারি কতটা কার্যকর হয়, এখন সেটাই দেখার।

বাঘমুন্ডিতে ১৫ লক্ষ টাকার বিশেষ প্রকল্পে নতুন পিসিসি রাস্তার কাজের সূচনা করলেন বিধায়ক রহিদাস মাহাত

শেফালী মাহাতো, বাঘমুন্ডি , ৩ নভেম্বর ঃ দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বাঘমুন্ডি পঞ্চায়েতের নিমতল থেকে তনতন সেতু পর্যন্ত নতুন পিসিসি (PCC) রাস্তার কাজের শুভ সূচনা হলো। এদিন ফিতা কেটে ও নারিকেল ফাটিয়ে এই উন্নয়নমূলক কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাঘমুন্ডির বিধায়ক রহিদাস মাহাত। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য সরকারের বিশেষ প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তাটি নির্মিত হচ্ছে। এদিন মূলত প্রায় আড়াইশো মিটার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই রুটটির



বেহাল দশার কারণে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের ও যাতায়াতকারীদের। অবশেষে এই পাকা পিসিসি রাস্তা তৈরি হওয়ায় এলাকার দীর্ঘদিনের যাতায়াত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুগম হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন এলাকাবাসী। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক রহিদাস মাহাত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ-যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্থানীয় নেতা জগদীশ কুমার, বাঘমুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাধানাথ কৈবর্ত এবং উপপ্রধান ফটিকচন্দ্র কুমার প্রমুখ। রাস্তাটি দ্রুত ও মানসম্মতভাবে সম্পন্ন হলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগ আরও উন্নত হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1 "Temporary Installation of PA System at parking areas in Connection with the Proposed Visit of VVIP at Pursurah, District Hooghly on 05.11.2026." **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No:WBPWD/EE/BIT/NIQ-122 of 2026- 27** Last date of submission of Quotation: **04.11.2026 up to 12:30 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

Inviting e-tender Notice

E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 01 nos. of Construction of CHECK DAM (NRM) schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Jhalda II block, Purulia District on and from **03/11/2026 to 23/11/2026.** Vide **NIT-20/PMKSY-WDC 2.0/04/Jhalda-II-NRM/2026-27.**

Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Assistant Director of Agriculture
Jhalda II Block, & PIA, Sahahar- Mamudih Watershed Purulia
Memo. 79/ADV/ICA/PURU Dt. 3/11/2026

GENERAL POWER OF ATTORNEY NOTICE

Palash Rup Roy, S/O Late Prafulla Kumar Roy, has oppointed Monajit Chowdhury S/O Manmath Chowdhry, Amit Jay, S/O Narayan Jay as POWER OF ATTORNEY to sell out 3 katha 00 Chattak land over the R.S Plot No.5534,L.R Plot-19825, with and also having Rs Khatian No-2704 LR Khatian No-9736, in Mouza Bally,J.L No 14 vide Registered Deed No-204942, Volume no-0502, Book No- 1 dted 22/06/2023 at A.D.S.R Howrah. If there is any objection kindly contact to (The BI&LRO) Bally Jagacha, Howrah, Belur Bazar, Howrah-711202 within 30 days from the date of advertisement.

TENDER NOTICE

NIT-03/2026
2026_ZPHD_5082346_1,
2026_ZPHD_5082346_2,
2026_ZPHD_5082346_3,
2026_ZPHD_5082346_4,
2026_ZPHD_5082346_5,
2026_ZPHD_5082346_6,
2026_ZPHD_5082346_7,
2026_ZPHD_5082346_8,
2026_ZPHD_5082346_9 Dated- **06/11/2026,** Separate Tenders are hereby invited by Executive Assistant, Chandi GP, 24pgs (s). Last date and time of application **13/11/2026.** Date of Opening of Tender on 16/11/2026. Other details will be available from the www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Executive Assistant
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Sealed short Notice tenders are hereby invited by the Executive Engineer, P.W.D., Howrah Electrical Division, Onkarmal Jetia Road, Howrah-711103, **NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT- 229 of 2026-2027**. Memo. 3255 Dt. 03.11.2026 Name of Work Temporary Electrification work & other utility within the campus of Nabanna Sabhaghar related to the Meeting Chaired by the Chief Minister of West Bengal on **05/11/2026.** Last Date of Submission: **04.11.2026.** Intending bidder may download the Tender/ Quotation documents from the **website: www.pwd.wb.in.**

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **83/W-2/APDJ;** তারিখঃ **30-10-2026**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ 24-AP-III-2026। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এডিইএন/পশ্চিম-এর অধিক্ষেত্রে অধীনে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং এমইএ আইটেম-এর উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ৭৫,৫২,১৯২.৮৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৫১,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৩-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ২৩-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ২৩-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ABRIDGED SHORT NOTICE INVITING TENDER

SNIT No. 14/EE-II/CD of 2026-27

Sealed offline tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the bonafied contractors having credential of 30% of similar nature of work in last 5 (five) years, for 3 (three) nos. emergent works related to Protection to the left bank of river Hooghly at Cheviot Chhat Puja Ghat, upstream of Ramjanoki Ghat, downstream of Ramjanoki Ghat within Budge Budge Municipality, Maheshtala Municipality for Amount Put to Tender ranging from **Rs. 11.81 Lakh to Rs. 1.55 Lakh. (i)** Last date of application is **07.11.2026 up to 15.00 Hrs. (ii)** Last date of issue of Tender Document is **07.11.2026 after 15.30 Hrs. (iii)** Last date of submission Tender Document is **09.11.2026 up to 15.00 Hrs. (iv)** Date of opening of Tender is on **09.11.2026 after 15.30 Hrs.** For other details the website **www.iwd.wb.gov.in** and Office Notice Board to be followed.

Sd/-
Executive Engineer-II
Canals Division
I & W Directorate

CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED

"Sale of Ford Eco Sport' Sealed Quotation are invited for sale of Vehicle RC No WB 02 AR 2807, Ford Eco Sport, Colour-White, Fuel- Petrol, Model-2021, As is where is basis. All expenses related to transfer of ownership, registration of vehicle will be on buyer's account. The quoted rate will be inclusive of GST. The bidder is required to deposit security money through cheque of **RS 30000/-** along with quotation. The bidder can **contact at 6289872022** for inspection of vehicle parked at PS Abacus, NH 12, ACTION AREA IIE, NEWTOWN 700157. The quotation should be sent to SM-Purchase, Chambal fertilisers and chemicals limited, PO- Gadepan, Kota-325208, Rajasthan lates by 15.11.2026, Super Scribing on the envelope "Quotation for Vehicle Name & RC No" **Contact-07442782621**

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রহিম সরদার পিতা - মালেক সরদার, সাং- কোলডা, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া। শ্রী তাপস কুমার ঘোষাল ওরফে শ্রী তাপস চন্দ্র ঘোষাল ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার আলাউদ্দিন সেখ ইহার নিকট হইতে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 40-0264/2015 নং আমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা- ডোমজুড়, মৌজা- কোলড়া, জে.এল.-২০, হাল ৬৬২৮ নং খতিয়ানে হাল এল আর-২২৭২ নং দাগে মোট ৪.১২ শতক সম্পত্তি D.S.R.-1- হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 10-5363/2024 নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাদের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে B.L&L.R.O ডোমজুড় অফিসের নিকট আপিল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিআরএম (মেচ/এডিএ) ই-টেন্ডার নং **এম-৭১৬-বিকেএসসি-ওয়াগন আরওএইচ-২৬**-এর দ্বারা "আরওএইচ ডিপো,বোকারো -তে **৭৪৭টি ওয়াগনের আরওএইচ**" কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, বন্ধের তারিখ ২০.১১.২০২৬। বিভাগীয় মূল্য ₹ **১,১৯,০২,২৬২.৫৮** (এক কোটি উনিশ লক্ষ দুই হাজার দুশো বাষট্টি টাকা এবং আটান্ন পয়সা মাত্র) **১৮%** জিএসটি সহ। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **২০.১১.২০২৬** তারিখে **১৫.০০** টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে **২০.১১.২০২৬ তারিখে ১৫.০০ টার পর।** ই-টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যেতে পারে। **(PR- 967)**

ইউএফএসবিআই সিস্টেম ব্যবহার করে বিপিএসি-এর নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **KIR-N-2026-K-41, তারিখঃ 29-10-2026**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** ব্লক প্যানেলের পুশ বাটন-এর এপ্রুভড মেক পুশ বাটন দিয়ে প্রতিস্থাপনের ইউএফএসবিআই সিস্টেম ব্যবহার করে বিপিএসি-এর নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৫,৫৯,৪৮৮/- টাকা, **বায়নার ধনঃ** ৩১,২০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ২০-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ২০-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

DEULPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah-711411

NOTICE INVITING TENDER No. DGP/1187/2026-27, Date: 02/11/2026

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bonafide bidders for execution of total 7(Seven)Nos. different works. Bid submission Start date on **02/11/2026 from 6 P.M.**. Date of Opening of Technical Bid on 19/11/2026 from 11 A.M.. For more details please visit:- **https://wbtenders.gov.in** or visit the office of the undersigned.

Sd/- EXECUTIVE ASSISTANT
Deulpur Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ঝুমা ঘোষ, স্বামী-দীপক ঘোষ, টিঙ্কু সাউ আওন, স্বামী-সুনীল সাউ, সুনিল বাগ, পিতা-ভিকুরাম বাগ, তনুশ্রী বাগ, স্বামী-সুনিল বাগ, সাং-ডোমজুড়, ডোমজুড়, হাওড়া, উত্তর ঝাপরদহ মৌজায় কল্পনা ঘোষ থেকে গৌতম ঘোষ জমি আমমোক্তার গ্রহন করেছেন, যাহার হাল দাগ ১০৮২, ১০৮৭, ১০৮৮ যাহার আমমোক্তার নং-৫৬৭৫/২৫, যাহার দলিল নং-৩৮৬২/২৬, ৩৮৬৩/২৬, ৩৭১১/২৬, ৩৭১২/২৬, বর্তমানে আমরা ক্রয় করে নাম খারিজের জন্য আবেদন জমা করেছি। উক্ত দাতাগনের যদি কোনরুপ আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রমানসহ বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও ডোমজুড় অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

আলিপুরদুয়ার জংশনে টিআরডি কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং : এপি-ইএল-টিআরডি-৩৭-২৫-২৬-আরটি১; তারিখ: ৩০-১০-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম:** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে:- এডিইই/টিআরডি/নিউ কোচবিহার -এর এক্তিয়ারাধীন ২ বছর (৭৩০ দিন) মেয়াদের জন্য নিউ আলিপুরদুয়ার, গোসাইগাঁও হাট, অগমনি এবং নিউ কোচবিহার ওএইচই সহ পিএসআইডিপো -গুলির জন্য বিবিধ টিআরডি কাজ (নন-কোর কার্যকলাপ)। **টেন্ডার মূল্য:** ২,২০,০৭,৭৬৬.৮৮/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৪,৪০,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধ** হওয়ার তারিখ ও সময় **২৪-১১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলা** হরে **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট. (টিআরডি)/এপিডিজে
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বৈদ্যুতিক (টিআরডি) কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **AP-EL-TRD-24-25-26-RT2**। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ AP-EL-TRD-24-25-26-RT2; **কাজের নামঃ** শিলিগুড়ি - আলিপুরদুয়ার জংশন - ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-এর ব্যবস্থা - ৩ স্টেশন কাজের অধীনে রাজা ভাট খাওয়া ও মাদারিহাট স্টেশন ইয়ার্ডে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত ওএইচই পরিবর্তনের কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ৮৫,৯১,৫৩৩.৮৮ টাকা, **বায়নার ধনঃ** ১,৭১,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৪-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ২৪-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডার

গৃহস্থালী

দীপাবলির আগে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে ৪ জিনিস পেলেই খুলে যেতে পারে ভাগ্যের দরজা! মা লক্ষ্মীর কৃপায় আসবে সুখ-সমৃদ্ধি?

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ দীপাবলির আগে ঘর পরিষ্কার করার রীতি শুধু পরিচ্ছন্নতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রাচীন প্রথা। কথিত আছে, বাড়ি সাফাই করতে গিয়ে বিশেষ চারটি জিনিস খুঁজে পেলে তা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশ্বাস করা হয়, এই জিনিসগুলি ঘরে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আসে। কিন্তু কী সেই চার জিনিস? জেনে নিন বিস্তারিত। দীপাবলি মানেই আলোর উৎসব, আনন্দ এবং নতুন করে সবকিছু সাজিয়ে তোলার সময়। এই বিশেষ উসবকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়ে যায় ঘরবাড়ি পরিস্কারের প্রস্তুতি। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, দীপাবলিতে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়। মনে করা হয়, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর বাড়িতেই মা লক্ষ্মীর আগমন ঘটে। সেই কারণেই দীপাবলির আগে বাড়ির প্রতিটি কোণ পরিস্কার করার রীতি বহুদিন ধরে প্রচলিত। তবে জানেন কি, ঘর পরিস্কার করতে গিয়ে কয়েকটি বিশেষ জিনিস খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়? প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এই চারটি জিনিসের মধ্যে কোনও একটি বাড়িতে পাওয়া গেলে তা আর্থিক উন্নতি, দাম্পত্য সুখ এবং ইতিবাচক শক্তির প্রতীক হতে পারে। দেখে নিন কোন চারটি জিনিসের কথা বলা হচ্ছে।

১. টাকা বা কয়েন আর্থিক উন্নতির ইঙ্গিত!-ঘর পরিস্কার করতে গিয়ে হঠা পুরনো কোনও জায়গা থেকে টাকা বা কয়েন খুঁজে পেলে অনেকেই সেটিকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এটি দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদের প্রতীক। মনে করা হয়, এর ফলে জীবনে আর্থিক সমৃদ্ধির পথ খুলে যেতে পারে। বিশেষ করে যাঁদের দীর্ঘদিন ধরে টাকা আটকে রয়েছে, তাঁরা এমন ঘটনাকে পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার ইঙ্গিত হিসেবে দেখেন। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি কিংবা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতির আশাও এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লোকবিশ্বাসে। অনেকের ধারণা, পাওয়া টাকা বা কয়েন সঙ্গে সঙ্গে খরচ করা উচিত নয়। বরং সেটি একটি পরিস্কার লাল কাপড়ে মুড়ে নিজের টাকা রাখার জায়গায় যত্ন করে রেখে দেওয়া যেতে পারে।

২. শঙ্খ বা কড়ি ঃ মা লক্ষ্মীর বিশেষ আশীর্বাদ!-হিন্দু ধর্মে শঙ্খ ও কড়ির বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় এই দুটি জিনিস ব্যবহার করা হয়। তাই ঘর পরিস্কার করতে গিয়ে পুরনো শঙ্খ কিংবা কড়ি খুঁজে পাওয়া অনেকেই অত্যন্ত শুভ বলে মনে করেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, শঙ্খ ও কড়ি সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি এবং শুভ শক্তির প্রতীক। এগুলি বাড়িতে থাকলে সংসারে আর্থিক উন্নতি ও সুখ-শান্তি বজায় থাকে বলে মনে করা হয়। তাই পরিস্কারের সময় এমন কিছু খুঁজে পেলে অবহেলা না করে পরিস্কার করে পুজোর জায়গায় যত্ন সহকারে রাখতে পারেন।



দীপাবলির আগে ঘর পরিস্কার করা শুধু একটি নিয়ম নয়, বরং পুরনো জিনিস সরিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করারও প্রতীক।

৩. ময়ূরের পালকঃ দূর হবে নেতিবাচক শক্তি?-ময়ূরের পালকের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মুকুটে ময়ূরের পালক বিশেষভাবে পরিচিত। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসে এই পালক শুভ শক্তি, সৌন্দর্য ও ইতিবাচকতার প্রতীক। বাড়ির পুরনো আলমারি, বইয়ের তাক কিংবা অন্য কোনও জায়গা পরিস্কার করতে গিয়ে ময়ূরের পালক খুঁজে পেলে অনেকেই সেটিকে সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করেন। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, বাড়িতে ময়ূরের পালক থাকলে নেতিবাচক শক্তির প্রভাব কমে এবং সংসারে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়। এমনকী শত্রুর কুনজর থেকেও রক্ষা পাওয়া যায় বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।

৪. লাল কাপড় দাম্পত্য জীবনে আসবে সুখ?- লাল রংকে হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। শক্তি, ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং সৌভাগ্যের প্রতীক এই রং। পুজো-পার্বণ থেকে শুরু করে বিয়ের অনুষ্ঠান-বিভিন্ন শুভ কাজে লাল রঙের ব্যবহার দেখা যায়। তাই দীপাবলির আগে ঘর পরিস্কার করতে গিয়ে পুরনো কোনও লাল কাপড় খুঁজে পেলে অনেকে সেটিকে শুভ লক্ষণ হিসেবে দেখেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, লাল কাপড় সংসারে সুখ-শান্তি ও দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বৃদ্ধির প্রতীক। অনেকের ধারণা, এটি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আরও মজবুত করার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা ও বোঝাপড়া বাড়ার ইঙ্গিত দেয়। দীপাবলির আগে তাই ঘর পরিস্কারে অবহেলা নয়! দীপাবলির আগে ঘর পরিস্কার করা শুধু একটি নিয়ম নয়, বরং পুরনো জিনিস সরিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করারও প্রতীক। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, পরিচ্ছন্ন বাড়িতে দেবী লক্ষ্মীর কৃপা বর্ষিত হয়। তাই বাড়ির প্রতিটি কোণ ভালোভাবে পরিস্কার করুন। পুরনো আলমারি, তাক, ড্রয়ার কিংবা অব্যবহৃত জিনিসপত্রের জায়গাগুলিতেও নজর দিন। তবে মনে রাখবেন, টাকা, শঙ্খ, কড়ি, ময়ূরের পালক কিংবা লাল কাপড় খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে ভাগ্য পরিবর্তন বা আর্থিক উন্নতির কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। এগুলি মূলত ধর্মীয় ও প্রচলিত লোকবিশ্বাসের অংশ। উসবের আনন্দে এই বিশ্বাসগুলি আপনাকে ইতিবাচক থাকতে সাহায্য করতে পারে। তাই দীপাবলির আগে ঘর পরিস্কারের পাশাপাশি মন থেকেও দূর করুন নেতিবাচকতা। নতুন আলো, নতুন আশা আর ভালো থাকার সংকল্প নিয়েই স্বাগত জানান আলোর উৎসবকে।

হাওড়ার রাজপথে বিজেপির মহামিছিল,জবাব চাইলেন বিপ্লব দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,৩ নভেম্বর ঃ এসআইআর -কে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরের আবহেই এবার হাওড়ার রাজপথে মহামিছিল করল বিজেপি। ‘ বাঁচাও, অরাজকতা হটাও’ স্লোগানকে সামনে রেখে মঙ্গলবার দুপুরে শিবপুরের কাজীপাড়া থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত মহামিছিলের আয়োজন করে হাওড়া ও হুগলি জেলা বিজেপি সংগঠন। সেই মিছিল থেকেই এসআইআর ইস্যুতে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে একযোগে নিশানা করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। তাঁর অভিযোগ, এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অকারণে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিরোধীরা। বিশেষ করে রাহুল গান্ধী, তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং ‘ইন্ডি জোটকে এই প্রচারের জবাব দিতে হবে। বিপ্লব দেবের বক্তব্য, বাংলার মানুষ এসআইআর-এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাই এই প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁদের নতুন করে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। বরং বিরোধীরা কেন এই নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, তা স্পষ্ট করা উচিত। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি মৃত ভোটার, একাধিক জায়গায় নাম থাকা এবং অনুপস্থিত ভোটারদের নামে ভোট পড়ার অভিযোগও তোলেন।

এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে অবতরণের সময়ে দুই কপ্টারের সংঘর্ষে মৃত এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩ নভেম্বর ঃ বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের কোলে দুর্গম পার্বত্য হেলিপ্যাডে অবতরণের ঠিক আগের মুহূর্তে ঘটল এক মর্মান্তিক ও নজিরবিহীন বিমান দুর্ঘটনা। পাহাড়ি হেলিপ্যাডে নামার সময়ে মাঝ-আকাশে বিপজ্জনক ভাবে মুখোমুখি চলে এসে পরস্পরের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খেল দু'টি যাত্রিবাহী হেলিকপ্টার। প্রচণ্ড অভিঘাতে মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে চুরমার হয়ে পাক খেতে খেতে মাটিতে আছড়ে পড়ে একটি কপ্টার। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই এক বিদেশি পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিসাধীন রয়েছেন আরও অন্তত তিন জন আরোহী, যাঁদের মধ্যে দু'টি হেলিকপ্টারের চালকও রয়েছেন। নেপালের সোলুখুম্বু জেলার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চার হাজার মিটারেরও বেশি উঁচুতে অবস্থিত দুর্গম ফেরিচে হেলিপ্যাডে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছে। আকস্মিক এই বিপর্যয়ের জেরে নেপালের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অসামরিক বিমান ও হেলিকপ্টার পরিবহণের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে ফের বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হল। স্থানীয় প্রশাসন, উদ্ধারকারী দল ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প সংলগ্ন সোলুখুম্বু জেলার ফেরিচে হেলিপ্যাডে এই বিপর্যয় ঘটে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত হেলিকপ্টার দু'টির একটি নেপালের বেসরকারি বিমান পরিষেবা সংস্থা 'ফিশটেল এয়ার'এবং অন্যটি 'ডায়ন্যাস্টি এয়ার'-এর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ট্রেকার ও পর্বতারোহীদের যাতায়াত এবং জরুরি রসদ সরবরাহের কাজেই মূলত এই কপ্টারগুলি নিয়োজিত থাকে। ঘটনার সময় হেলিপ্যাডের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পাছে হা।হিম করা সেই প্রলয়ঙ্কর মুহূর্ত। ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, হেলিপ্যাডে অবতরণ করার ঠিক আগের মুহূর্তে দু'টি কপ্টার অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে একে অপরের খুব কাছাকাছি চলে আসে। নামার সময়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কপ্টারের তীব্র গতিতে ঘূর্ণায়মান প্রধান রোটর ব্লেড বা পাখার সঙ্গে সজোরে বাড়ি খায় অন্যটির পাখা। বিকট শব্দে ধাতব পাখাগুলি বাতাসের মধ্যেই দুমড়ে-মুচড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পাখার তীব্র ঘর্ষণে আকাশে ছিটকে বেরোতে থাকে আগুনের ফুলকি ও ভাঙা যন্ত্রাংশ। সংঘর্ষের পর একটি কপ্টার মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থাতেও চালকের তপরতায় কোনও মতে ভারসাম্য সামলে হেলিপ্যাডের এক প্রান্তে আছড়ে নামতে সক্ষম হয়। তবে অন্য কপ্টারটি পুরোপুরি ভারসাম্য হারিয়ে শূন্যে কয়েক পাক খেয়ে উল্টে গিয়ে গভীর খাদ সংলগ্ন মাটিতে সশব্দে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যায়। হেলিপ্যাডের কাছে দাঁায়িয়ে থাকা স্থানীয় বাসিঃদা, গাইড ও অন্য পর্বতারোহীরা আতঙ্কে চিকার করে দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করেন। তবে আতঙ্ক কাটিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁরা এবং সেখানে মোতায়েন নিরাপত্তা কর্মীরা সাহসিকতার সঙ্গে উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুমড়ে যাওয়া কপ্টারের ভিতর থেকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় আরোহীদের বের করে আনা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বিদেশি পর্যটকের দেহ এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর উদ্ধারকারী বিশেষ বিমানে করে অবিলম্বে লুকলায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আহতদের শারীরিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক হওয়ায় তাঁদের আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য সেখান থেকে কাঠমাণ্ডুর হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আহতদের শরীরে একাধিক অস্থিভঙ্গ এবং অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়েছে।হিমালয়ের মতো বিপজ্জনক ও চরম আবহাওয়ার পার্বত্য অঞ্চলে অবতরণের সময় ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এড়িয়ে কেন দু'টি কপ্টার একই সঙ্গে একই হেলিপ্যাডে নামার মতো মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল, তা এখনও সম্পূর্ণ ধোঁয়াশায় ঢাকা। স্থানীয়দের দাবি, অবতরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রেডিও যোগাযোগ বা এয়ার ট্র্যাফিক নির্দেশিকায় কোনও বড়সড় গাফিলতি ঘটে থাকতে পারে। নেপাল অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ইতিমধ্যেই এই নজিরবিহীন সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের যৌথ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকার প্রবল দমকা হাওয়া, বাতাসের কম ঘনত্বের কারণে সৃষ্ট যান্ত্রিক সমস্যা নাকি চালকদের পারস্পরিক সমন্বয়ের মারাত্মক ত্রুটি-ঠিক কোন কারণে এই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটল, তা দ্রুত খতিয়ে দেখে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

বাংলা লুট করা ‘রাজনৈতিক গুন্ডা’রা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে! কটাক্ষ স্মৃতির

১-র পাতার পর-ভোটার দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ‘অবৈধ’ বলে দাগিয়ে দিচ্ছেন। রামলীলা ময়দানের প্রতিবাদের সময় আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি নেত্রী বলেন, সেখানে ১১৮ জনের বেশি পুলিশকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। খোদ বিরোধী দলনেতা এক মহিলা পুলিশ কর্মীর গায়ে হাত দিয়েছেন বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। স্মৃতি বলেন, শুধু তাই নয়, সংবাদ সম্মেলনে ‘রেজিম চেঞ্জের’ ডাক দেওয়া হয়েছে এমন সব শক্তির মাধ্যমে, যারা অতীতে ভারতীয় মুজাহিদিনের মতো সন্ত্রাসী সংগঠনকে সমর্থন জুগিয়েছে কিংবা ছত্তীসগড়ে মাওবাদী হামলায় নিহত ৭৫ জন প্যারা মিলিটারির মৃত্যুর দিনে উল্লাস প্রকাশ করেছে। ‘বাংলাদেশ যা হয়েছে, এখানেও তাই করব’- এমন মনোভাব পোষণকারীদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে স্মৃতি ইরানি জানান, দেশের ৯০ কোটি সচেতন ভোটার ভারতের গণতন্ত্রের আসল প্রহরী। কংগ্রেসের নির্বাচনী অতীত টেনে স্মৃতি বলেন, বর্তমান এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর আগেই ২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে কংগ্রেস প্রায় ৫৬টি বিধানসভা নির্বাচনে হেরেছে। তামিলনাড়ুতে ৫৯ বছর, পশ্চিমবঙ্গে ৪০ বছরের বেশি, উত্তরপ্রদেশে ৩৭ বছর এবং বিহারে ৩৬ বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে থাকার কারণ হিসেবে তিনি দলের ‘দুর্নীতিগ্রস্ত ও দুর্বল নেতৃত্বকেই’ দায়ী করেছেন।

হিমালয়ে তুষারঝড়, নিখোঁজ পাঁচ যুবক বাঁকুড়ার

১-র পাতার পর-সিন্টু মণ্ডলের কথায়, ‘‘ঘরে বলে গেছিল কয়েকদিন ফোনে পাওয়া যাবে না। সোমবার শেষ কথা হয়। আমাদের এক দিদির নাতি হয়েছে, সেটা নিয়ে কথা হয়েছিল। উত্তর ভারত ঘুরতে গেছিল। এর আগেও গেছে। শনিবার থেকে নিখোঁজ বলছে। সেটা গতকাল জানতে পারলাম। কারও কাছে আর কোনও তথ্য নেই। আমাদের গ্রামে চারজন নিখোঁজ। আজ আমরা যাব উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশে। দেখি যদি কিছু পাওয়া যায়।’’ অন্যদিকে, রতন ঘোষের বাবা ভোলানাথ ঘোষ আক্ষেপ কেন সেদিন ছেলেকে আটকালেন না। তিনি নিষেধ করেছিলেন যেতে। নবমীর দিন এনিয়ে ঝামেলাও হয় ঘরে কিন্তু শোনেনি রতন। ফলে যাওয়ার দিন ছেলের মুখ দর্শন করেননি তিনি। পুলিশ এসে সোমবার জানিয়েছে বলে জানান তিনি। তবে, বাড়তি আর কোনও তথ্যই দেওয়া হয়নি। আপাতত প্রিয়জনদের ফেরার অপেক্ষায় এখন দিন গুনছে পাঁচটি পরিবার। উদ্ধারকাজের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলেই।

বন্ধ বাগানগুলি খুলতে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংকে

১-র পাতার পর-চা শ্রমিক যোজনা'র আওতায় সব শ্রমিককেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে।’’ উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে রুগ্ন ও বন্ধ চা বাগান একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও জটিল বিষয়। আগের তৃণমূল জমানায় একের পর এক বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিনামূল্যে রেশন, স্বাস্থ্যসাথী এবং ‘চা সুন্দরী’ আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিক পরিবারগুলিকে সামাজিক সুরক্ষাবলয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতাকেই এই শিল্প-সংকটের জন্য কাঠগড়ায় তুলেছিলেন শুভেন্দু। রাজ্যে পটপরিবর্তনের পর নতুন বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার সেই জট ছাড়াতে পারে কি না, সে দিকেই এখন নজর পাহাড় ও ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের।

অভিষেকের আর্জি বিবেচনা করা হোক, ‘তদন্তের তথ্য ফাঁস’ মামলায় হাইকোর্টকে বলল শীর্ষ আদালত

১-র পাতার পর- আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। আইনজীবীর অভিযোগ, ‘‘এটি আমার মক্কেলের অধিকারের ধারাবাহিক লঙ্ঘন। প্রতিদিনই ওঁকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কোনও না কোনও প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না এই মামলার শুনানি করতে সমস্যা কোথায়।’’ তিনি জানান, নির্দিষ্ট খবর বা প্রতিবেদন সরিয়ে ফেলার নির্দেশ চেয়ে তিনি হাইকোর্টে ফের আবেদন করবেন। তার জন্য ইতিমধ্যেই সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতেই শীর্ষ আদালত বলেছে, আগামী ১৬ নভেম্বর ছুটি শেষে আদালত খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আবেদনকারী ফের বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টের নজরে আনতে পারবেন। সেই সঙ্গে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ হাইকোর্টকে অনুরোধ করেছে, তারা যেন আবেদনকারীর আর্জি দ্রুত বিবেচনা করে।

আইএএস ও আইপিএস অফিসারদের জেলে পোরার চরম হুঁশিয়ারি কল্যাণের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ নভেম্বর ঃ রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ আমলাদের উদ্দেশে বেনজির ও কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে এবার সরাসরি জেলে পোরার চরম হুঁশিয়ারি দিলেন মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা, বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বেআইনি নির্দেশ অন্ধের মতো কার্যকর করতে গিয়ে পুলিশ আধিকারিকরা বিরোধীদের রাজনৈতিক ভাবে হেনস্থা করছেন এবং মিথ্যে নথি তৈরি করছেন-এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে কার্যত রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন তিনি। কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন বিতর্কিত হলফনামা ও স্ট্যাম্প পেপার মামলাকে কেন্দ্র করে কল্যাণের এই রণংদেহি হুমকি রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে নতুন করে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।সপ্তাহ দুয়েক আগে এই নজিরবিহীন আইনি ও রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, রাজ্য প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে বাজার থেকে সমস্ত ১০ ও ২০ টাকার সরকারি স্ট্যাম্প পেপার বেআইনি ভাবে তুলে নিয়ে একতরফা ভাবে বিভিন্ন থানায় মজুত করা হয়েছে। প্রায় ২৫ হাজার এমন স্ট্যাম্প পেপারে থানার পুলিশ অফিসাররা বিরোধীদের চাপ দিয়ে এবং প্রভাব খাটিয়ে শাসকদলের অনুকূলে মিথ্যে হলফনামা সই করিয়ে নিচ্ছেন। এই কারচুপির ফলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ বাজারে জরুরি স্ট্যাম্প পেপার না পেয়ে চরম দুর্ভোগে পাছেন, তেমনই পুলিশের অপব্যবহার করে রাজনৈতিক চক্রান্ত চলছে বলে দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে তৃণমূল। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ও তৃণমূল উভয় পক্ষকেই এই বিষয়ে বিস্তারিত হলফনামা জমা দেওয়ার কা। নির্দেশ জারি করেছে।এই আবহে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ প্রশাসনের একাংশকে কাঠগড়ায় তুলে গর্জে ওঠেন। তিনি বলেন, আদালতের শুনানিতে তিনি পুলিশ অফিসারদের এমন অবস্থা করবেন যা তাঁরা কল্পনাও করতে পারছেন না। থানার ভেতর বসে কারা শুভেন্দু অধিকারীর বেআইনি আদেশ কার্যকর করেছেন।

NAME CHANGE

I, KANAK CH DAS S/O- MEGHNAD DAS, resident of Vill-Koyaldanga, P.O.- Kalna, P.S.- Kalna, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713409, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as KANAK CHANDRA DAS in all purpose vide affidavit No-154, Dated -03/11/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That KANAK CH DAS and KANAK CHANDRA DAS both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Bikash Ch Halder (পুরানো নাম), পিতাঃ Late Gour Chandra Haldr, গ্রামঃ চাতরা, পোঃ চাতরা, থানাঃ মুররাই, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমি আমার নাম Bikash Ch Halder (পুরানো নাম) থেকে পরিবর্তন করে Bikash Chandra Halder (সঠিক নাম) রেখেছি এবং এখন থেকে আমি সর্বক্ষেত্রে Bikash Chandra Halder (সঠিক নাম) নামে পরিচিত হলাম। ২৭.১০.২০২৬ তারিখে রামপুরহাটে নোটারি পাবলিকের ০৭ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Bikash Chandra Halder এবং Bikash Ch Halder উভয়েই একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Shaikh Habib Ali Anarul Haque S/O- SK Anarul Haque, resident of Vill-Banagram, Hatgobindapur, P.O.- Hatgobindapur, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713407, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK HABIB ALI in all purpose vide affidavit No-153, Dated -03/11/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Shaikh Habib Ali Anarul Haque and SK Habib Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Priyojyoti Banerjee allies Mohor Banerjee, D/o Pintu Banerjee & Jayati Banerjee (Mukherjee) residing at 187 Habra Station Road, P.O.& P.S. Habra, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as Mohor Banerjee in all purpose vide affidavit No 21851 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 3/11/26. Priyojyoti Banerjee allies Mohor Banerjee and Mohor Banerjee both are same & one identical person.

NAME CHANGE

OLD NAME MANNAN MOLLICK S/O ISRAFIL MALLICK R/O VILL SONATALA PO RUPDAHA PS DHUBULIA DIST NADIA DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME MANNAN MOLLICK TO MANNAN MALLICK AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS MANNAN MALLICK (NEW NAME) IN ALL PURPOSE. VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 20/10/2026 MANNAN MALLICK AND MANNAN MOLLICK BOTH ARE SAME PERSON.

NAME CHANGE

I, Anwar Shaikh (Old Name) S/O–Mohammod Samsuddin Sekh resident of Vill - Laxminagar , Po-Dhuliyan, Ps-Samsherganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Anwar Shaikh to Md Anuar Sekh and henceforth I shall be known as Md Anuar Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 03/11/2026 . My name Md Anuar Sekh & Anwar Shaikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Samiul Mondal (Old Name) S/O–Chabdar Mondal resident of Hatkhola, Mahakhola, Chapra, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Samiul Mondal to Samrul Mondal and henceforth I shall be known as Samrul Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 03/11/2026 . My name Samrul Mondal & Samiul Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dbijendralal Dhali (Old Name) S/O- Suklal Dhali resident of Vill - Khalsi , Po-Deuli, Ps-Haringhata, Ranaghat, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741222 do hereby declared that I have changed my name from Dbijendralal Dhali to Dwijendralal Dhali and henceforth I shall be known as Dwijendralal Dhali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Dwijendralal Dhali & Dbijendralal Dhali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Meherun Nisa Sekh W/O- Md Firoz Hossain, resident of Vill-Basantapur, P.O.- Malamba, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713426, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MEHERUNESHA SEIKH in all purpose vide affidavit No-151, Dated -03/11/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Meherun Nisa Sekh and Meherunesha Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sukumar Bachhar S/O-Khagendra Bachhar @ Khagendra Bachar, resident of Vill-Tatkhanda, P.O.- Barsul Unnayani, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713124, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SUKUMAR BACHAR in all purpose vide affidavit No-152, Dated -03/11/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Sukumar Bachhar and Sukumar Bachar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Purna Chandra Sarkar, S/O. Kamal Chandra Sarkar, residing at Vill. Kalarayerkuthi, P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar, Pin code. 736165. That in my Driving Licence Card Vide No. WB69 20120921868, Wherein my and my father's name has been recorded as Purna Ch Sarkar, S/O. Kamal Ch Sarkar. That Said Purna Chandra Sarkar, S/O. Kamal Chandra Sarkar and Purna Ch Sarkar, S/O. Kamal Ch Sarkar, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 09, dt.03/11/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, Abdul Rejjak , S/O. Nur Jamal Miah, residing at Vill. Petla, P.S. Dinhata, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736135. That my father's full, good and correct name is Nur Jamal Miah, Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2015 0952923, Wherein my name has been recorded as Nurjamal Miya. That Said Nur Jamal Miah and Nurjamal Miya, is one and same identical person. Vide Affidavit SL. 72, dt. 03/11/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, Pradip Paul, S/O. Paresh Chandra Paul, residing at Vill & P.O. Bara Kaimari, P. S. Sitalkuchi , Dist. Coochbehar, Pin Code. 736172. That my father's full, good and correct name is Paresh Chandra Paul, Which is recorded in my Voter Id Card and my PAN Card.That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2011 0872968, Wherein my father's name has been recorded as Paresh Paul. That Said Paresh Chandra Paul and Paresh Paul, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 28AC 700691, dt. 02/09/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

নাম পরিবর্তন

আমি, মোঃ জাকির খান, পিতা মোঃ উমর ফারুক (পুরানো নাম), বাসিঃদা ইসলামপুর পশ্চিমপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৭, ডাকঘর ও থানাঃ দুবরাজপুর, জেলাঃ বীরভূম, ৭৩১২১২৩ পশ্চিমবঙ্গ, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে,

নিউ তিনসুকিয়া ও ডিব্রুগড়ে ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে 'ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট ক্যাম্পেইন-৫.০' শুরু উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৩ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে নিউ তিনসুকিয়া ও ডিব্রুগড়ে



ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট (ডিএলসি) ক্যাম্পেইন ৫.০-এর আওতায় ধারাবাহিক ক্যাম্প কার্যক্রম শুরু করেছে। এনএফআর পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআরপিএ)-এর সম্বন্ধিত কার্যালয়ে আয়োজিত এই ক্যাম্পগুলি মাসব্যাপী চলা এই অভিযানের সূচনা, যার উদ্দেশ্য রেলওয়ে পেনশনভোগী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের তাদের বার্ষিক জীবন প্রমাণপত্র সুবিধামত জমা দিতে সাহায্য করা। শিবিরগুলিতে মোট ৫২ জন পেনশনভোগী উপস্থিত হন এর মধ্যে নিউ তিনসুকিয়ায় ৪৭ জন এবং ডিব্রুগড়ে ৫ জন অংশগ্রহণ করেন। ৩৫ জন পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীর ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেটের তথ্য সফলভাবে আপলোড করা হয়েছে। অবশিষ্ট পেনশনভোগীদের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার সুবিধার্থে, ৬ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ডিব্রুগড়ে একটি অতিরিক্ত ক্যাম্প আয়োজন করা হবে। পেনশন ও পেনশনভোগী কল্যাণ বিভাগ এবং রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত এই অভিযানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জীবন প্রমাণপত্র জমা দেওয়ার বিষয়টি উৎসাহিত করা হচ্ছে, যেখানে আধার-ভিত্তিক ফেস অথেন্টিকেশন প্রযুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সুবিধাটি পেনশনভোগীদের উপযুক্ত স্মার্টফোন ব্যবহার করে তাদের জীবন প্রমাণপত্র তৈরি করার সুযোগ দেয়, যার ফলে ব্যাংক বা পেনশন প্রদানকারী কার্যালয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। এই অভিযানের অংশ হিসেবে, এনএফআরপিএ, ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জোনাল ও ডিভিশনাল মুখ্য কার্যালয়, ওয়ার্কশপ এবং এমন অন্যান্য স্থানে ক্যাম্প আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। ৮০ বছর বা তার বেশি বয়সী পেনশনভোগী, এবং যারা অসুস্থতা বা চলাফেরায় অসুবিধার সম্মুখীন, তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনে তাদের ঘরে গিয়ে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের জন্য বার্ষিক জীবন প্রমাণপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে আরও সহজ ও সহজলভ্য করে তুলতে চায়। যোগ্য পেনশনভোগীদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট ক্যাম্প ও সহায়তা কেন্দ্রগুলির সুবিধা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের জন্য ব্যাটারিচালিত গাড়ি বিতরণ



রতন দে, বালুরঘাট, ৩ নভেম্বর ঃ প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে ব্যাটারিচালিত গাড়ি বিতরণ করা হল বালুরঘাটে। সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সহযোগিতায় ছিল ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা। ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের দৈনন্দিন যাতায়াত আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিএম) এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী অজয় সরকার- সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের উপস্থিতিতে উপভোক্তাদের হাতে ব্যাটারিচালিত গাড়ি তুলে দেওয়া হয়। এই উদ্যোগের ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখে পড়া প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নাগরিকেরা কিছুটা সুবিধা পাবেন বলে উদ্যোক্তাদের আশা।

লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড

CIN: L70102WB1988PLC045557

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭

ইমেইল আইডিঃ Info@insel.com

ওয়েবসাইটঃ www.Insel.com

ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪ ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ ও ৩৩-এর সাথে পঠিত রেগুলেশন ৪৭ অনুযায়ী, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা আগামী শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক সময়ের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড) বিবেচনা, অনুমোদন ও নথিবদ্ধ করা হবে এছাড়া সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা হতে পারে।

এই বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক ফলাফলের একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.Insel.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.beeindia.com-এ পাওয়া যাবে। লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড-এর পক্ষে।

স্বাক্ষরিত /- মহেশ গুপ্ত
(সিইও ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
(ডিআইএনঃ ০১৬০৬৬৪৭)

স্থানঃ কলকাতা তারিখঃ ০৩.১১.২০২৬

টি. স্পিরিচ্যুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৬৩০৪০ডব্লুবি১৯৮৬পিএলসি০৪০৭৯৬

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ১ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০০১

ইমেল আইডিঃ complianceofficer@tspiritualworld.com, ওয়েবসাইটঃ www.tspiritualworld.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের জন্য অনিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

[সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) দ্রষ্টব্য]

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ অনিরীক্ষিত	৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত অনিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী বছরের ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ সমাপ্ত অনুরূপ ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	৩.১৮	৪.৪২	০.১৮
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেম)	(১.৩২)	(৮.৬০)	(৪.২৯)
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেমের পরে)	(১.৩২)	(৮.৬০)	(৪.২৯)
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারন আইটেমের পরে)	(১.৩২)	(৯.১০)	(৪.২৯)
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় / (ক্ষতি) [সময়ের জন্য লাভ/ক্ষতি (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	(১.৩২)	(৯.১০)	(৪.২৯)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	২,০০০.২০	২ ০০০.২০	২,০০০.২০
৭	সংরক্ষিত তহবিল (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-
৮	প্রতি শেয়ার থেকে আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়) মৌলিক এবং মিশ্র	(০.০১)	(০.০৫)	(০.০২)

মন্তব্যঃ

উপরোক্ত তথ্যটি ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৩৩ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে এই আর্থিক ফলাফল দাখিল করা হয়েছে। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট-**www.bseindia.com** এবং **www.cse-india.com**-এ পাওয়া যাবে। এছাড়াও, কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট **www.tspiritualworld.com**-এও এটি উপলব্ধ রয়েছে।

আর্থিক ফলাফল বিস্তারিতভাবে দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৩ নভেম্বর, ২০২৬

বোর্ডের আদেশানুসারে
ট.স্পিরিচ্যুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
নেত্র বাহাদুর রানাবত
এমডি এবং সিইও
ডিআইএনঃ ০৬৭১৬৬৬৬

সময়মতো চিকিৎসা না হলে বাজির আগুনে পোড়ার ক্ষত আরও গুরুতর হতে পারে, আরজি হাসপাতালের চিকিৎসকদের

কলকাতা, ৩ নভেম্বর ঃ কালীপুজোকে সামনে রেখে বাজি পোড়ানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন এবং বাজির আগুনে পুড়ে গেলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন জেনারেল সার্জনরা। ২০২৫ সালের দীপাবলি ও কালীপুজোর সময় কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে বাজির আগুনে পোড়ার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছিল। এই ধরনের আঘাতের মধ্যে যেমন ছিল হাতের সামান্য পোড়া, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করার ও প্রয়োজন হয়েছিল। একটি হাসপাতালে একদিনে ১০ টিরও বেশি পোড়ার ঘটনার চিকিৎসা করা হয়েছিল। অন্য একটি হাসপাতালে দু'রাতে আটজন রোগীর চিকিৎসা হয়, যাঁদের অধিকাংশেরই হাতে বাজির আগুনে পোড়ার ক্ষত ছিল। এই ঘটনাগুলি বাজি পোড়ানোর সময় নিরাপত্তা এবং সঠিক প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুত্ব আরও একবার তুলে ধরে। ডাঃ দেবাশিস দেব, সিনিয়র কনসালট্যান্ট-জেনারেল ও ল্যাপারোস্কপিক সার্জারি, আর জি স্টোন ইউরোলোজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কপি হাসপাতাল, আরজি হাসপাতাল কলকাতা, বলেন, অনেকেই বাজির আগুনে পোড়ার ঘটনা কে প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেন না। আবার চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার আগে বিভিন্ন ঘরোয়া টোটকা প্রয়োগ করেন। পোড়া স্থানে কখনও টুথপেস্ট, ঘি বা তেল লাগানো উচিত নয়। সরাসরি বরফ লাগালে ও ক্ষতিগ্রস্ত ত্বকের আরও ক্ষতি হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমে আক্রান্ত স্থানটি প্রবাহমান জলের নিচে রেখে ঠান্ডা করা এবং গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। হাত, মুখ বা চোখে পোড়া লাগলে কিংবা ক্ষত গভীর ও বিস্তৃত হলে সম্ভাব্য জটিলতার ঝুঁকি কমাতে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। **বাজির আগুন কীভাবে ত্বক ও ত্বকের নীচের টিস্যুর ক্ষতি করতে পারে**- বাজির আগুনে পোড়ার ঘটনা সাধারণত শিখা, স্ফুলিঙ্গ বা উত্তপ্ত ধ্বংসাবশেষের সংস্পর্শে ত্বক পুড়ে যাওয়ার ফলে ঘটে। আগুনের তীব্রতা এবং কতক্ষণ ধরে ত্বক তার সংস্পর্শে রয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে ক্ষতির মাত্রা। কোনও ক্ষেত্রে শুধু ত্বকের বাইরের স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আবার গুরুতর ক্ষেত্রে ক্ষত ত্বকের গভীর স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। মারাত্মক পোড়ার ফলে রক্তনালি, স্নায়ু এবং আশপাশের টিস্যুর ক্ষতি হতে পারে। বিশেষত হাত বা অস্থিসন্ধিতে আঘাত লাগলে স্বাভাবিক নড়াচড়া ও কর্মক্ষমতা ও ব্যাহত হতে পারে। মুখ, হাত, পা, যৌনাঙ্গ এবং শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অস্থিসন্ধিতে পোড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। কারণ এই ধরনের আঘাতের ফলে অঙ্গের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা নষ্ট হওয়া এবং অন্যান্য জটিলতার আশঙ্কা থাকে। গভীর ক্ষতের ক্ষেত্রে আঘাতের মাত্রা অনুযায়ী বিশেষ ধরনের ড্রেসিং, ক্ষত পর্যবেক্ষণ, ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু অপসারণ কিংবা অস্ত্রোপচারের ও প্রয়োজন হতে পারে। **পোড়ার ক্ষত আরও বাড়িয়ে দিতে পারে প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু ভুল**- পোড়া স্থানে টুথপেস্ট, মাখন, ঘি, তেল কিংবা অন্য কোনও ঘরোয়া উপাদান লাগানো একটি সাধারণ ভুল। পোড়ার প্রাথমিক চিকিৎসায় এই ধরনের উপাদান ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয় না। এগুলি ক্ষতস্থানে সংক্রমণ বা দূষণের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এভাবে, সরাসরি বরফ লাগালে ত্বকের টিস্যুর আরও ক্ষতি হতে পারে।



পোড়ার ফলে তৈরি হওয়া ফোসকা ফাটিয়ে দেওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত চামড়া টেনে তুলে ফেলা কিংবা ক্ষতের সঙ্গে আটকে থাকা পোশাক জোর করে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেও আঘাত আরও বাড়তে পারে। আর একটি বড় ভুল হল, প্রথমে ক্ষত সামান্য মনে হওয়ায় চিকিৎসকের কাছে যেতে দেরি করা। কারণ কিছু ক্ষেত্রে পোড়ার গভীরতা ও প্রকৃত ক্ষতির মাত্রা সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় না। তাই সঠিকভাবে চিকিৎসকের মাধ্যমে ক্ষত পরীক্ষা করানো অত্যন্ত জরুরি। **বাজিতে পুড়ে গেলে প্রাথমিকভাবে কী করবেন**- প্রথমেই আক্রান্ত ব্যক্তিকে আগুন বা বিপদের উৎস থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব পোড়া স্থানে প্রায় ২০ মিনিট ধরে ঠান্ডা প্রবাহমান জলের নীচে রাখতে হবে। ক্ষতস্থানে বরফ বা কোনও ঘরোয়া উপাদান লাগানো যাবে না। পোড়া স্থানের কাছাকাছি থাকা গয়না বা পোশাক সাবধানে সরিয়ে ফেলতে হবে, তবে তা যেন ত্বকের সঙ্গে আটকে না থাকে। পোড়া স্থানে আটকে থাকা কোনও পোশাক বা উপাদান জোর করে টেনে সরানো উচিত নয়। জল দিয়ে ক্ষত ঠান্ডা করার পর পরিস্কার, নরম এবং লোমমুক্ত ড্রেসিং দিয়ে আলতোভাবে ঢেকে রাখতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনও ক্রিম বা অ্যান্টিসেপটিক ব্যবহার করা উচিত নয়। বিস্তৃত বা গভীর পোড়া, মুখ বা হাতে আঘাত এবং শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে। বাজির কারণে চোখে আঘাত লাগলে ও অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। আক্রান্ত চোখে হাত দেওয়া বা ঘষা একেবারেই উচিত নয়। **কখন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া জরুরি**- বড় বা গভীর ক্ষত, মুখ, হাত, পা কিংবা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অস্থিসন্ধিতে পোড়া এবং বাজির কারণে চোখে আঘাত লাগলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। ত্বক সাদা হয়ে যাওয়া বা পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া এবং ক্ষতস্থানে অনুভূতি কমে যাওয়া গুরুতর পোড়ার লক্ষণ হতে পারে। শ্বাসকষ্ট হলে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া পোড়ার পর ক্ষতস্থানে লালচে ভাব, ফোলাভাব, ক্ষত থেকে তরল বা পুঁজ বের হওয়া, ব্যথা বেড়ে যাওয়া কিংবা জ্বর দেখা দিলে ও দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। **কালীপুজোয় বাজির আগুন থেকে দুর্ঘটনা এড়াতে কী করবেন**- বাজি সবসময় খোলা জায়গায় পোড়ানো উচিত। বাজির প্যাকেটে দেওয়া নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশ মেনে চলা এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি। শিশুদের বাজি পোড়ানোর সময় অবশ্যই বড়দের নজরদারিতে রাখতে হবে। যে বাজি জ্বলল না, সেটি কখনও হাতে নেওয়া বা পুনরায় জ্বালানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। জরুরি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কাছাকাছি জল বা উপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখা যেতে পারে। চিকিৎসকদের পরামর্শ, পোড়ার ক্ষত সারাতে যাচাই না করা ঘরোয়া পদ্ধতির ওপর নির্ভর না করে প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। সঠিক প্রাথমিক চিকিৎসা এবং সময়মতো চিকিৎসকের কাছে পৌঁছানোর জটিলতার ঝুঁকি কমিয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার পথে সাহায্য করতে পারে। তাই কালীপুজোর আনন্দে বাজি পোড়ানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করাই সবচেয়ে জরুরি।

চিনা মাঞ্জার থাবায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, আহত বাইকচালক

বনস্পতি দে, হুগলি, ৩ নভেম্বর ঃ নিষিদ্ধ চিনা ঘুড়ির সুতোর বারণ সত্ত্বেও ফের ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ও শিউরে ওঠার মতো দুর্ঘটনা। রাস্তা দিয়ে বাইক চালানোর সময়ে হঠাৎই গলায় চিনা মাঞ্জা পেঁচিয়ে মারাত্মকভাবে জখম হলেন এক ব্যক্তি। ধারালো সুতোর টানে কিছু বুঝে ওঠার আগেই গলা আংশিক কেটে যায় তাঁর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ব্যক্তির নাম হারাধন আচার্য। তিনি পেশায় একজন পুরোহিত এবং তালডাঙ্গার বাসিন্দা। চুঁচুড়া থেকে বাইক চালিয়ে ব্যান্ডেলের দিকে যাওয়ার পথে শরৎ সরণীর জিটি রোডের ওপর আড়াআড়িভাবে ঝুলতে থাকা একটি চিনা ঘুড়ির সুতো তাঁর গলায় জড়িয়ে যায়। হঠাৎই গলায় মারাত্মক টান ও ধারালো সুতোর কোপে তাঁর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। পিছন থেকে আসা স্কুটার চালক ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাৎক্ষণিকভাবে ছুটে এসে আহত হারাধন বাবুকে উদ্ধার করেন। তড়িঘড়ি তাঁকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার পর পথচারীরা সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা থেকে ঝুলতে থাকা প্রাণঘাতী চিনা সুতো সরিয়ে ফেলেন, যাতে বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান অন্য চালকরাও। আইন অনুযায়ী চিনা সুতো কেনাবেচায় কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং নিয়মিত পুলিশি অভিযান সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের বেপরোয়া মনোভাবের কারণে বারবার এই ধরনের রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটছে। প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কেবল পুলিশের নজরদারিই যথেষ্ট নয়, দোকানদারদের দায়িত্বজ্ঞান এবং সর্বসাধারণের সচেতনতাই পারবে এই অদৃশ্য ঘাতকের দৌরাত্ম্য থামাতে।

গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৩ নভেম্বর ঃ জেলা জুড়ে মাদক দ্রব্যের রমরমা ব্যবসার অভিযোগ ও পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন এলাকায় ব্রাউন সুগার, কফসিরাফ, গাঁজা উদ্ধার এ ব্যাপক আলোড়ন জনমানসে। পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে, এরই মধ্যে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গতরাতে ওন্দা থানার পুলিশ বালিগুমা রোড এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানের সময় একটি বাইক আরোহীকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে মোট ৬.৩৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary additional IT infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP at Nabanna Sabhaghar on 04.11.2026" **[Job No. KIT/RW/240 of 26- 27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-132/KIT/Q of 26-27)**

Bid Submission Closing : **04.11.2026 up to 10.00 AM**

2. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP in at PANCHAYATS & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT (P&RD) on 04.11.2026" **[Job No. KIT/RW/241 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-133/KIT/Q of 26-27)**

Bid Submission Closing : **04.11.2026 up to 10.00 AM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer,
PWD
Kolkata IT Division

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VI, KMC** invites e-Tender item rate two bid system for following work: **NIT No.: KMC/VI/HIRED LORRY-2/2026-2027/R** Name of the Work: **Supplying hired Lorries for P. R. Works of hot mix transportation of road repairing materials etc. in Br.-VI (Day & Night) under CME(C) Department (For Ward No. 51, 52, 60, 61, 62, F.Y. 2026-2027).** Estimated cost (Incl. GST & Cess): ₹ **4,99,208.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of Bid: **16.11.2026 – 5 p.m.** Tender open date and time: **18.11.2026 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.11.2026 (6 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **C-ICMP (Supply Department), KMC** invites e-Tender online in two bid system for following work: **E-NIT No.: KMC/C-ICMP(S)/33/A421/2026-2027** Name of the Work: **Tender for Spare parts of Knapsack Sprayer for Vector control under Health Department for the F/Y 2026-2027.** Estimated cost: ₹ **2,28,485.00**. Earnest Money: ₹ **4,570.00.** Last date and time of submission of Bid: **14.11.2026 at 2 p.m.** The tender will be opened on: **17.11.2026 at 2 p.m.** Tender documents will be available on and from **06.11.2026 from 2.30 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage & item rate two bid system for the following work: **NIT No.: KMC/EE_PS/XIV/129/2/26-27 (1st Call)** Name of the Work: **Land scaping and beautification work at Mohini Kunja at Ward No.-129, Br.-XIV.** Estimated cost: **PART-A – ₹ 1,09,009.77, PART-B– Quotation invited (Amount to be quoted including all taxes).** Earnest Money: **Initially ₹ 5,900.00 to be deposited online (Actual amount to be calculated as 2% of the total quoted amount).** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **13.11.2026 – 1 p.m.** Bid submission closing (Online): **17.11.2026 – 2 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **04.11.2026 – 10 a.m.** from the website: **https:etender.wb.nic.in**

The **Director General (Uttaran Services), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work: **NIT No.: KMC/US/HQ/32/26-27/67 (1st Call)** Name of the Work: **Repairing of Sanitary Latrine at different places of 212 No. Bagmari Road in Ward No.-32 under Br.-III.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **1,88,662.47**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **18.11.2026 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals: **20.11.2026 – 11.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.11.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in**

The **Dy. C.E. (M)/Roads, KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for following work: **NIT No.: ASPH/PB/SP-02/2026-27** Name of the Work: **Repairing and Maintenance of Departmental Tipper Trucks i.e. WB03C-3030, WB03C-3038, etc. and other allied works at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Cost: **Quotation**. Earnest Money: **2% of Quoted Rate.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of Bid: **21.11.2026, 1 p.m.** Bid opening date and time for Technical proposal: **23.11.2026, 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.11.2026, 6 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Mech.)/Roads, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/ASPH/GG/ASP-01/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Cleaning of dust and silt from inside of Asphaltum Goragacha Plant.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,52,025.50**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **180 days.** Last date and time of submission of Bid: **21.11.2026 at 5 p.m.**

(2) NIT No.: KMC/ASPH/GG/ASP-11/25-26 (1st Call) Name of the Work: **Construction of Shade over roof of Bachmix Plant operation building to Safeguard of Plastic feeder machine, Construction of Motor base of Chimney of Batch Mix Plant and other necessary allied works inside Asphaltum GG Plant.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,88,479.61**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **27 days.** Last date and time of submission of Bid: **23.11.2026 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.11.2026 after 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/377 (2nd Call) Name of the Work: **Washing and Painting of Kerb and Railing at Gariahat Road from Golpark to Ballygunge Circular Road Crossing under Br.-VIII.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,98,118.04**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(2) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/445 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of Roads at 4 J. C. M. Road, 35 J. C. M. Road, 35 J. C. M. Road etc. and others under Br.-VIII.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,93,473.46**. Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Period of Completion: **90 days.**

(3) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/446 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of Roads at Jn. of R. B. Avenue and Sarat Bose Road, Rani Bhabani and S.P.M. Road, 200 A.S.P.M. Road etc. and others under Br.-VIII.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,96,701.40**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **90 days.**

(4) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/447 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of Roads at 55C Hazra Road, 13/2 Anil Maitra, 8 Ekdalia (Santosh Garden) etc. and others under Br.-VIII.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,95,100.78**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **90 days.**

(5) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/448 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of Roads at Baishnab Ghata Patuli area (in patches) and others under Br.-XII.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,94,943.28**. Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Period of Completion: **90 days.**

(6) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/499 (1st Call) Name of the Work: **Repairing of Roads at 128/5 Hazra Road, Ashutosh Chowdary Avenue Jn. of Marlin Park Road etc. and others under Br.-VIII.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,95,113.16**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(7) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/430 (1st Call) Name of the Work: **Laying Seal coat at different places of EM Bypass (North bound) from Ruby More to Ambedkar Bridge under Br.-XII.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,96,648.45**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60

ডব্লুটিসি'র ফাইনালে ওঠার অঙ্কে নয়া মোড়!

প্রোটিয়াদের জয়ে সুবিধা হল ভারতের?

সংবাদ সংস্থা, অকল্যান্ড, ৩ নভেম্বরঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লড়াই জমে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে অস্ট্রেলিয়ার হার পয়েন্ট টেবিলের ভারসাম্য বদলে দিয়েছে অনেকটাই। তাতে নতুন করে আশার আলো দেখছে ভারত। এই প্রসঙ্গে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডের আগে অকল্যান্ডে যাবতীয় সমীকরণ নিয়ে মুখ খুললেন শুভমান গিল। বলেন, ''ডব্লিউটিসির পরিস্থিতি এখন বেশ আকর্ষণীয়। অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকার সিরিজটা পয়েন্ট টেবিলে ভারসাম্য এনেছে। এখানে টেস্ট সিরিজে ভাল খেলে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে হারালে ফাইনালে ওঠার সুযোগ রয়েছে।'' ঠাসা সূচি নিয়ে গিলের আক্ষেপ, ওয়ানডে ও টেস্টের মধ্যে সময় কম থাকায় সেরা স্কোয়াড খেলানো কঠিন। আগে ওয়ানডে ও পরে টি-টোয়েন্টি হলে হয়তো এই সমস্যা হত না। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় টিম ইন্ডিয়া এখন চতুর্থ স্থানে। জয়ের শতাংশ বা পিসিটি ৫১.২২। শীর্ষে



নিউজিল্যান্ড (৭২.২২ শতাংশ)। এরপর যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা (৭১.৪৩) এবং শীর্ষস্থান হারানো অস্ট্রেলিয়া (৬৯.৩৩)। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতকে ফাইনালে যেতে হলে কঠিন গাঁট পেরোতে হবে। নিউজিল্যান্ডকে তাদের মাটিতে হারানো জরুরি, যা ২০০৯ সালের পর ভারত করে দেখাতে পারেনি। এরপর ঘরের মাঠে ৫ টেস্টের সিরিজে অজিদের পরাস্ত করার পালা। কিউয়িদের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্ট জিতলে ভারতের পিসিটি বেড়ে দাঁড়াবে ৫৮.৯৭। হারলে তা নেমে যাবে ৪৩.৫৯-এ, কার্যত শেষ হবে আশা। অন্য দলের সিরিজের ফলের উপরও নির্ভর করছে অনেক কিছু। চলতি বছরের শেষে অস্ট্রেলিয়া সফরে চার টেস্টের সিরিজ খেলবে কিউয়িরা। ১৯৮৬ সালের পর অজিদের ডেরায় টেস্ট সিরিজ জেতেনি তারা। সেই ধারা বজায় থাকলে নিউজিল্যান্ডের পিসিটি অনেকটাই কমবে। অস্ট্রেলিয়া পয়েন্ট খোয়ালে ভারতের লাভ। এরপর কিউয়িদের ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে জোড়া টেস্ট। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টের কঠিন সিরিজ। ফলে পয়েন্ট খোয়ানোর ফাঁদ সবার জন্যই পাতা।

সূর্যকুমারই কি মুম্বইয়ের নতুন অধিনায়ক?

স্কাইয়ের ইনস্টাগ্রাম পোস্ট ঘিরে জল্পনা

মুম্বই, ৩ নভেম্বরঃ ২০২৭ সালের আইপিএল-এও কি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতেই দেখা যাবে সূর্যকুমার যাদবকে? সেই জল্পনাতেই নতুন করে ইন্ধন জোগালেন ভারতীয় দলের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। ৩ নভেম্বর ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন সূর্যকুমার যাদব। সেখানে বারবার দেখা গিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের লোগো। সঙ্গে বাজছে আইপিএল-এর পরিচিত থিম মিউজিক। নেটে ব্যাটিং অনুশীলনের সময় নিজের চেনা শট খেলতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। তাঁর এই পোস্ট ঘিরেই সমর্থকদের মধ্যে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তবে কি ২০২৭ সালের আইপিএল-এও মুম্বইয়ের হয়েই খেলবেন সূর্য? যদিও এই ভিডিয়ো তাঁর দলে থাকা নিশ্চিত করছে না। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফেও এখনও কোনও সরকারি ঘোষণা করা হয়নি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে সূর্যকুমারের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল বেশ কিছু দিন আগেই। বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, তাঁকে দলে নিতে আগ্রহী একাধিক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি। সেই তালিকায় ছিল লখনৌ সুপার জায়ান্টস, কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং দিল্লি ক্যাপিটালস। লখনৌয়ের অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর নেতৃত্ব দেওয়ার বিকল্প হিসেবেও সূর্যকুমারের নাম উঠে এসেছিল। এমন কী নিকোলাস



পুরানের সঙ্গে তাঁকে অদলবদল করার সম্ভাবনা নিয়েও কিছু রিপোর্টে আলোচনা হয়। তবে মুম্বই ও লখনৌয়ের মধ্যে এমন কোনও চুক্তি হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য কোনও খবর পাওয়া যায়নি। অন্য দিকে, কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়েও আগে খেলেছেন সূর্য। ২০১৮ সালে মুম্বইয়ে যোগ দেওয়ার আগে কেকেআর-এর জার্সিতে খেলেছিলেন তিনি। তাই পুরনো দলে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। দিল্লি ক্যাপিটালসের নামও উঠে আসে সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে। যদিও কোনও দলই তাঁর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগাযোগ করেছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। সূর্যকুমারের ইনস্টাগ্রাম ভিডিয়ো ঘিরে আলোচনার আরও একটি কারণ রয়েছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়কত্ব। হার্দিক পান্ডিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার মধ্যেই সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে উঠে এসেছে রোহিত শর্মা ও তিলক বর্মার নাম। সাম্প্রতিক কয়েকটি রিপোর্টে অধিনায়কত্বের দৌড়ে রোহিতকেই এগিয়ে রাখা হয়েছে। এক সংবাদমাধ্যমের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৭ সালের আইপিএল-এ প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিতকে আবার নেতৃত্বের দায়িত্ব দিতে পারে মুম্বই। তিলক বর্মার নামও সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে আলোচনায় রয়েছে। তবে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকায় সূর্যকুমারও এই দায়িত্বের অন্যতম দাবিদার হতে পারেন। তবে পরের মরশুমে মুম্বইয়ের অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়ে এখনও কোনও সরকারি ঘোষণা করেনি মুম্বইয়ের ফ্র্যাঞ্চাইজি। সূর্যকুমারের ভিডিয়ো থেকে তাঁর মুম্বইয়ে থাকার ইঙ্গিত মিললেও, এর অর্থ এই নয় যে তিনি হার্দিকের জায়গায় অধিনায়ক হচ্ছেন।

আসন মাত্র ৩৪ হাজার, টিকিট পেতে ৮৪ লক্ষ আবেদন!

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ৩ নভেম্বরঃ বাইশ গজে ভারত-পাকিস্তান লঙ্কাই মানেই গ্যালারিতে তিলধারণের জায়গা নেই। ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আগামী ১০ অক্টোবর জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ। আর এই মেগা মহারণের টিকিট পেতে এখন থেকেই কার্যত হাহাকার। আইসিসি-র সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, ওয়ান্ডারার্সে মাত্র ৩৪ হাজার আসনের জন্য ইতিমধ্যে প্রায় ৮৪ লক্ষ টিকিটের আবেদন জমা পড়েছে! পরিসংখ্যান অনুযায়ী, টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচকেও টেক্কা দিয়েছে এই ভারত-পাক গ্রুপ লিগের ম্যাচ। আগামী ২১ নভেম্বর ওয়ান্ডারার্সেই আয়োজিত হবে বিশ্বকাপের ফাইনাল। সেই ম্যাচের জন্য এখনও পর্যন্ত টিকিটের আবেদন জমা পড়েছে প্রায় ৭৯ লক্ষ। কিন্তু ভারত-পাক ম্যাচের টিকিটের চাহিদা ৮৩ লক্ষ ৯৭ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আইসিসি-র বক্তব্য, ১৯৩টি দেশের ফ্যানদের থেকে মোট ১২ কোটির বেশি টিকিটের আবেদন জমা পাছে। এর মধ্যে ২৮ লক্ষ ইউনিক ফ্যান টিকিট পেতে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন।

'জুভেন্তাস ছাড়ার পরই রোনাল্ডো-যুগের অবসান!' সিআরসেভেনকে ফের আক্রমণ টেন হাগের

নিজস্ব প্রতিবেদন

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হটসিট খুইয়েছেন। বর্তমানে ডাচ ক্লাব এফসি টুয়েন্টির টেকনিক্যাল ডিরেক্টর। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে নিয়ে প্রাক্তন ডাচ কোচ এরিক টেন হাগের 'বক্তব্য' যেন ফুরচ্ছেই না! রবিবার এক্সেলসিয়র রটারড্যামের বিরুদ্ধে দল মাঠে নামার ঠিক আগেই আরও একবার পর্তুগিজ মহাতারকাকে তীব্র শ্লেষে বিঁধলেন। আর ঠিক এমন দিনেই বিপক্ষকে ৯-০ গোলে নির্মমভাবে উড়িয়ে দিল টুয়েন্টি। অভাবনীয় এই গোলবন্যার আসল নায়ক, কাকতালীয়ভাবে, আর এক প্রাক্তন ম্যান ইউ স্ট্রাইকার ওয়াউট ভেঘহর্স্ট! গত মাসে 'দ্য অ্যাথলেটিক'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টেন হাগের দাবি ছিল, ২০২১ সালের আগস্টে ম্যানচেস্টারে ফিরে রোনাল্ডো নাকি গোটা দলকে ডুবিয়েছেন। প্রস্তুতির অভাবেই এহেন ব্যর্থতা। রবিবার ইএসপিএন-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফের একই সুর। সাফ কথা, ২০১৮ সালে ১০০ মিলিয়ন ইউরোয় রোনাল্ডোকে জুভেন্তাসে ছেড়ে দিয়ে চরম দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। টেন হাগের তীক্ষ্ণ



খোঁচা, ''ও নিঃসন্দেহে সর্বকালের অন্যতম সেরা। কিন্তু রূ। বাস্তব হল, গত সাত-আট বছর ধরে ও আর আগের মতো ডেলিভার করতে পারছে না। জুভেন্তাস পর্বের পর থেকেই ওর যুগ শেষ। রিয়াল মাদ্রিদ খুব ভাল করে জানে, ঠিক কখন খেলোয়াড়কে বিদায় জানাতে হয়।'' পর্তুগিজ মহাতারকার বয়স এখন ৪১। টেন হাগের মতে, নিজের সেরা সময়ে যেভাবে কঠোর শারীরিক প্রস্তুতি নিতেন রোনাল্ডো, সেটা এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। প্রিমিয়ার লিগের মতো নির্মম প্রতিযোগিতায় প্রতিদিন নিজের ১০০ শতাংশ উজাড় করে দেওয়া বা যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর অতীত। ডাচ কোচের দাবি, এই ব্যর্থতা নিয়ে ম্যানচেস্টারে থাকাকালীন রোনাল্ডোর মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। টেন হাগের কথায়, ''আমি ওর সামনে আয়না ধরেছিলাম। দেখিয়েছিলাম ব্যর্থতার সমস্ত প্রমাণ। ব্যাপারটা একেবারে স্পষ্ট।'' তবে রোনাল্ডো এই কড়া সমালোচনার কী জবাব দিয়েছিলেন, তা অবশ্য এড়িয়ে যান টেন হাগ। বাইরে ডিরেক্টরের এমন শানিত আক্রমণ, আর ময়দানে খেলোয়াড়দের তাণ্ডব। রবিবার এক্সেলসিয়র রটারড্যামের বিরুদ্ধে রীতিমতো ছেলেখেলা চালায় টুয়েন্টি। ম্যাচের ৫ মিনিটেই লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বিপক্ষের নেস্টো গ্রোয়েন। দশ জনের দলের বিরুদ্ধে এরপর একাই ৪ গোল ওয়াউট ভেঘহর্স্টের। প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক, যার মধ্যে দ্বিতীয় গোলটি দলগত মুভমেন্টের নিখুঁত ফসল। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি স্পট থেকে নিজের চতুর্থ গোল। সব মিলিয়ে ৯-০ স্কোরলাইনে বিশাল জয়! অবশ্য ডাচ লিগে বা এরিডিভিসিতে ২০২০ সালে ভিভিভি ভেনলোর বিরুদ্ধে আয়াখসের ১৩-০ গোলের রেকর্ড এখনও অটুট।

চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে ব্যালন ছাড়তেও রাজি কেন! বিশ্বকাপের মজাদার স্মৃতি উসকে দিলেন গর্ডন

নিজস্ব প্রতিবেদন

একেই বোধহয় বলে দলগত স্পিরিট। সদ্য প্রথম ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে ২০০১ সালের পর ব্যালন ডি'অর জিতেছেন হ্যারি কেন। কিলিয়ান এমবাপে এবং ল্যামিন ইয়ামালকে পিছনে ফেলে এই বিরল সম্মান তাঁর হাতে উঠেছে। কিন্তু বায়ার্ন মিউনিখের তারকা স্ট্রাইকার অকপটে জানিয়ে দিলেন, ক্লাবের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার সুযোগ এলে তিনি হাসিমুখে তাঁর ব্যালন ডি'অর ট্রফিটা ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত! আতলেতিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেন, ''দলগত ট্রফির জন্যই আমরা ফুটবল খেলি। ব্যালন ডি'অর জেতাটা আমার কেরিয়ারের অন্যতম সেরা মুহূর্ত। কিন্তু বায়ার্নের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি তোলার অনুভূতির সঙ্গে কোনও কিছুরই তুলনা হয় না।'' যদি তাঁকে চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ব্যালন



ডি'অরের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হয়? জবাবে ৩৩ বছরের স্ট্রাইকার হাসিমুখেই জানান, ''আমি চ্যাম্পিয়নস লিগই বাছব। তবে আমার কাছে দুটোই জেতার সুযোগ আছে। দেখা যাক কী হয়!'' উল্লেখ্য, গত মরশুমে ক্লাব ও দেশের হয়ে মোট ৭৩টি গোল করেছেন কেন। খুব শিগগিরই বায়ার্নের সঙ্গে তাঁর নতুন চুক্তিতে সই করার সম্ভাবনা প্রবল। কেনের ব্যালন ডি'অর আবেগের মধ্যেই ইংলিশ ফুটবলে অন্য এক মজাদার স্মৃতি উসকে দিলেন অ্যান্টনি গর্ডন। গত গ্রীষ্মে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ড ও মেক্সিকো। জলপানের বিরতির সময় মেক্সিকোর কোচ হাভিয়ের আগুইরে দূর থেকে গর্ডনের নাম ধরে ডেকেছিলেন, আর গর্ডন তাকাতেই তাঁকে গালি দিয়ে হেসে উঠেছিলেন। ভিডিওটি সে সময় রীতিমতো ভাইরাল হয়। মজার বিষয় হল, এখন দু'জনেই স্প্যানিশ লিগে। গর্ডন বার্সেলোনায়, আর ৬৭ বছরের আগুইরে ভ্যালেন্সিয়ার কোচ। সম্প্রতি আগুইরে জানিয়েছিলেন, তিনি ওই ভাইরাল মুহূর্তের একটি ছবি প্রিন্ট করে গর্ডনকে দিয়ে সই করাতে চান! অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচের আগে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে গর্ডন হাসতে হাসতে বলেন, ''দারুণ একটা আদানপ্রদান। মাঠে প্রবল চাপ ও উত্তেজনার মধ্যে ওটা স্রেফ একটা মজা ছিল। আমি আগুইরের যে কোনও জিনিসে সই করতে রাজি!' আগামী ৩১ জানুয়ারি লা লিগায় বার্সেলোনা ও ভ্যালেন্সিয়া মুখোমুখি হলে দুই যুযুধানের এই মজার রসায়ন ফের দেখার অপেক্ষায় ফুটবল দুনিয়া।

টুর্নামেন্ট চলাকালীন অনুদান বন্ধ!

নিজেদের টাকায় ইউরোপে খেলতে হল সিন্ধুদের, কী বলছে সাই?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বরঃ গত সপ্তাহেই জার্মানির সারব্রুকেনে হাইলো ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পিভি সিন্ধু ও লক্ষ্য সেন। এশিয়ান গেমসের ব্যর্থতা ভুলে এই জোড়া খেতাব ভারতীয় শিবিরের জন্য নিঃসন্দেহে



বড় সাফল্য। কিন্তু এই ইউরোপ সফরেই এক চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে ভারতীয় শাটলারদের। আচমকাই স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা সাই ফান্ডিং বন্ধ করে দেওয়ায়, কার্যত নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করেই টুর্নামেন্ট খেলেছেন সিন্ধুরা! জাপানে আয়োজিত এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দলের পারফরম্যান্স চূড়ান্ত হতাশাজনক। পুরুষদের দলগত ইভেন্টে একটিমাত্র ব্রোঞ্জ ছাড়া দেশের ঝুলিতে আর কোনও পদক আসেনি। প্রথমে জল্পনা ছড়িয়েছিল, সেই খারাপ পারফরম্যান্সের কারণেই হয়তো ইউরোপিয়ান লেগের জন্য অনুদান ছেঁটে ফেলেছে সাই। কিন্তু সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, আসল কারণ একেবারে অন্য। আসলে বোর্ডের চরম গাফিলতিতেই এই বিপুল বিপত্তি। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থা ফান্ডিংয়ের প্রয়োজনীয় প্রস্তাব জমা দিতেই ব্যর্থ হয়েছিল। সাইয়ের অভিযোগ, দিনের পর দিন একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রস্তাব পাঠায় স্পোর্টস ফেডারেশনগুলো, আর তারপর ফান্ডিং আটকে গেলে অত্যন্ত সন্তর্পণে তাদেরই ঘাড়ে দোষ চাপানো চলে! হাইলো ওপেন-জয়ী সিন্ধুর কাছে অনুদানবন্ধের এই খবরটা ছিল রীতিমতো শকিং। নিজের হতাশা গোপন না করে তিনি বলেন, ''খবরটা পাওয়ার পর সত্যিই খুব ধাক্কা খেয়েছিলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না ফান্ডিং কেন আটকে গেল! এর আগে কখনও এমন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মুখে পড়িনি।'' টুর্নামেন্টের মধ্যে টাকা না থাকলেও কোর্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা একবারও ভাবেননি সিন্ধু। তিনি বলেন, ''টাকা নেই বলে খেলব না, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও জায়গাই ছিল না। আমার কাছে তখন আসল লক্ষ্য ছিল কোর্টে নেমে নিজের সেরাটা দেওয়া। তবে ফান্ডিং না পাওয়ার ব্যাপারটা সত্যিই খুব অবাক করার মতো বিষয়।'' জানা গেছে, সিন্ধুর এই সফরে তাঁর স্পনসর এবং অলিম্পিক গোল্ড কোয়েস্ট কিছুটা আর্থিক সাহায্য করে। ব্যাডমিন্টন সংস্থাও শাটলারদের হোটেল ভাড়ার ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু বাকি সমস্ত খরচ সিন্ধু ও অন্যান্য খেলোয়াড়দের নিজেদের পকেট থেকেই মেটাতে হয়েছে। এমন অব্যবস্থা পেশাদার ক্রীড়াজগতে সত্যিই বিরল।

ভুবনেশ্বরের অধ্যায় শেষ, সামিতে বাজি অশ্বিনের! সঞ্জুর টেকনিকে গলদ ধরলেন বিহারী

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ৩ নভেম্বরঃ দীর্ঘ চার বছর পর ভারতীয় দলে ফিরেও চূড়ান্ত ফ্লপ ভুবনেশ্বর কুমার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত সিরিজে তাঁর পারফরম্যান্স দেখে এবার চরম মন্তব্য করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। প্রাক্তন স্পিনারের মতে, ভুবির জন্য 'সম্ভবত' ভারতীয় দলের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। অন্যদিকে, একই সিরিজে সঞ্জু স্যামসনের ধারাবাহিকতার অভাব ও টেকনিক নিয়ে প্রশ্ন তুললেন হনুমা বিহারী। আইপিএলে ১৬ ম্যাচে ২৮ উইকেট নিয়ে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ভুবনেশ্বর। কিন্তু কিউয়িদের দেশে চার ম্যাচে ঝুলিতে মাত্র একটি উইকেট। ইকোনমি রেট ১১.৫০। এই নিয়ে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে স্পিনার অশ্বিন বলেন, ''আইপিএলের ভুবনেশ্বরের সঙ্গে এখানকার আকাশপাতাল তফাত। ওর রান-আপ এবং বোলিংয়ের গতি অনেকটাই কমেছে। দেখে মনে হয়নি এই সিরিজের জন্য ও সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। আমার মনে হয় ভুবনেশ্বরের অধ্যায় এখানেই শেষ।'' অশ্বিনের দাবি, তরুণদের বারবার সুযোগ দেওয়া যায়, কিন্তু অভিজ্ঞরা ব্যর্থ হলে নির্বাচকরা অন্য পথে হাঁটেন। এমন পরিস্থিতিতে রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার হয়ে খেলা মহম্মদ সামির ছন্দে ফেরাটা ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন তিনি। অশ্বিনের মতে, ভুবির চেয়ে সামি এখন অনেক বেশি তৈরি। ডিসেম্বরে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজে



বাংলার পেসারের ফেরার সম্ভাবনা প্রবল। ভারত ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতলেও, সঞ্জুর ফর্ম রীতিমতো হতাশাজনক। ৫ ম্যাচে মাত্র ১০৭ রান। যার মধ্যে একমাত্র প্রথম ম্যাচে করেছিলেন ৬৭। পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে অ্যাডাম মিলনের বলে মাত্র ৪ রান করে আউট হন সঞ্জু। হনুমা বিহারীর মন্তব্য, ''সঞ্জু ক্রিজের অনেকটা গভীরে দাঁড়িয়ে বলকে সুইং করার সুযোগ দিচ্ছিল। ওর আড়াআড়ি শট খেলা উচিত হয়নি। গাটা সিরিজেই চূড়ান্ত অগোছালো।'' শেষ ম্যাচে ফ্লপ অভিষেক শর্মাও। মাত্র ১ রান করেন। বিহারীর মতে, ''বল পিচে পড়ে নড়াচড়া করছিল। অভিষেক তাড়াহুড়ো করে শট খেলতে গিয়ে ব্যাটের কানায় লাগায়। যদিও এটা ওর কাছে বিরল ব্যর্থতা।'' ওই ম্যাচে শ্রেয়স আইয়ার (২৩ বলে ৫০) এবং ঈশান কিষান (৩২ বলে ৬১) ঝোড়ো ইনিংস খেললেও ভারতের ১৯১ রান সহজেই তাড়া করে জেতে নেয় নিউজিল্যান্ড।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো–অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা–৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা–৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক–অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com